প্রাইমারি তৃতীয় ধাপের ফাইনাল সাজেশন-২০২৪

ইমরান সাজেশন-৯০% কমন ইনশাল্লাহ

বাংলা ব্যাকরণ ও সাহিত্য

বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ

বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ

- **ভাষা:** মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগযন্ত্রের উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে ভাষা বলে।
  - ✪ ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি এবং ভাষার মূল উপকরণ বাক্য/মৌলিক শব্দ।
  - ✪ ভাষার মৌলিক অংশ ৪টি। যথা; ক. ধ্বনি (Sound), খ. শব্দ(Word), গ.বাক্য (Sentence),ঘ. অর্থ(Meaning)। কিন্তু ভাষার মৌলিক রূপ-২টি যথা; ক) কথ্য ভাষা রীতি বা মৌখিক রূপ, খ) লেখ্য ভাষা রীতি বা লৈখিক রূপ।
- **বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ:-** বাংলার আদিম আধিবাসীগণ প্রথম থেকেই বাংলায় কথা বলেনি। বাংলার আদিম অধিবাসীদের ভাষা ছিল অষ্ট্রিক। সংস্কৃত ভাষা সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা ছিল না, এ ভাষা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা ব্যবহার করতেন।সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা ছিল 'প্রাকৃত ভাষা'।
- পৃথিবীর ভাষাগুলোকে ইন্দো-ইউরোপীয়, চীনা, আফ্রিকীয়, সেমীয়-হেমীয়, দ্রাবিড়ীয়, অস্ট্রো-এশীয় প্রভৃতি ভাষা-পরিবারে ভাগে করা হয়েছে।
- বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে ইন্দোরোপীয় ভাষা থেকে। এটি পৃথিবীর সব ভাষার আদি ভাষা।
- বাংলা ভাষার বিবর্তন: ইন্দো-ইউরোপীয়→ইন্দো→ইরানীয়→ভারতীয় আর্য→প্রাকৃত→বাংলা।
- আনুমানিক এক হাজার বছর আগে পূর্ব ভারতীয় প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে।

বাংলা ভাষারীতি

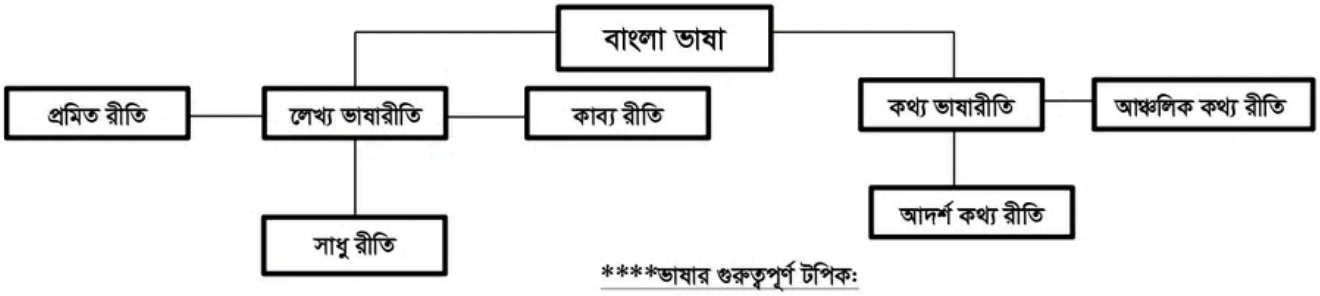

****ভাষার গুরুত্বপূর্ণ টপিক:**

- ✪ বাংলা ভাষার লিখিত রূপের প্রাচীনতম নিদর্শন-চর্যাপদ।
- ✪ বাংলা ভাষার নিকটতম-অহমিয়া ও ওড়িয়া।
- ✪ বাঙালি-শংকর জাতি।
- ✪ মিথিলা ও বাংলার মিশ্র ভাবই ব্রজবুলি ভাষা।
- ✪ সাধারণ মানুষের ভাষা-চলিত ভাষা।
- ✪ আর্যদের ভাষার নাম-প্রাচীন বৈদিক ভাষা।

www.exambd.net

- ✪ সংস্কৃত ভাষা কথ্য নয়, কেবল লেখার ভাষা। অর্থাৎ এ ভাষায় কেহই কথা বলে না; কেবল লেখার জন্য ব্যবহৃত হয়।
- ✪ প্রাকৃত ভাষা- সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা ।
- ✪ পিজিন ভাষা- মিশ্রভাষারীতির কৃত্রিম ভাষা।
- ✪ চলিত রীতির নতুন নাম-প্রমিত রীতি।

♦ প্রমিত রীতি/চলিত রীতি:

- চলিত রীতির নতুন নাম-প্রমিত রীতি।
- চলিত ভাষা রীতির প্রবর্তক বা রূপকার-প্রমথ চৌধুরী।
- চলিত ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য-প্রমিত উচ্চারণ।
- প্রমিত রীতিই লেখ্য বাংলা ভাষা সর্বজনগ্রাহ্য লিখিত রূপ।
- সাধারণ মানুষের ভাষা-চলিত ভাষা।
- চলিত ভাষার প্রথম গ্রন্থ-'বীরবলের হালখাতা' এবং প্রথম পত্রিকার নাম 'সবুজ পত্রিকা'(১৯১৪)।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাংলা গদ্যে চলিত রীতি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করেন।
- সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণকে গুরুচণ্ডালী দোষ বলে।

♦ সাধু ভাষা বা রীতি:

- সাধু ভাষার জনক-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
- দাপ্তরিক কাজ, সাহিত্য রচনা, যোগাযোগ, ও জ্ঞানচর্চার প্রয়োজনে লেখ্য বাংলা ভাষায় সাধু রীতির জন্ম হয়। উনিশ শতকের শুরুর দিকে সাধু রীতির বিকাশ ঘটে। প্রায় দুই শতাব্দী ধরে এই রীতি বাংলা ভাষার আদর্শ রীতি হিসেবে চালু থাকে।
- সর্বপ্রথম সাধু ভাষার ব্যবহার করেন বা সাধু ভাষা পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন-রাজা রামমোহন রায়।

♦ কাব্য রীতি:

- বাংলা কাব্য রীতি দুই ভাগে বিভক্ত: পদ্য কাব্য রীতি ও গদ্য কাব্য রীতি।
- পদ্য কাব্য রীতি বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরনো রীতি। বাংলা সাহিত্যের বহু অমর কাব্য রীতিতে রচিত।

♦ কথ্য ভাষা রীতি:

- ভাষার মৌলিক রীতি-কথা বলার রীতি বা কথ্য রীতি।
- কথ্য ভাষা রীতি ভাষার মূল রূপ।
- স্থান ও কালভেদে ভাষার যে পরিবর্তন ঘটে তা মূলত কথ্য ভাষা রীতির পরিবর্তন।

♦ আদর্শ কথ্য রীতি:

- আদর্শ কথ্য রীতি হলো বাঙালি জনগোষ্ঠীর সর্বজনীন কথ্য ভাষা।
- বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় নানা ধরনের অডিও-ভিডিও মাধ্যমে প্রচারিত বক্তব্য, আলোচনা, নাটক ও সংগীতে এই রীতির প্রয়োগ দেখা যায়।
- আদর্শ কথ্য রীতিই প্রমিত লেখ্য রীতির ভিত্তি।

সাধু ও চলিত ভাষা

সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য:

সাধু ভাষার বৈশিষ্ট্য	চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য
নামকরণ: রাজা রামমোহন রায়	প্রবর্তক: প্রথম চৌধুরি।
নাটকের সংলাপে, বক্তৃতার জন্য উপযুক্ত নয়।	নাটকের সংলাপে, বক্তৃতার জন্য উপযুক্ত।
তৎসম শব্দ বেশী ব্যবহৃত হয়।	তদ্ভব, দেশি, বিদেশী, শব্দ বেশী ব্যবহৃত হয়।
সর্বনাম ও ক্রিয়ার পূর্ণরূপ ব্যবহার হয়।	সর্বনাম ও ক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার হয়।
ভাষারীতি গম্ভীর ও সুনির্দিষ্ট।	ভাষারীতি পরিবর্তনশীল।
বহুভাষণ বাগাড়ম্বর সমাদৃত।	মৃদুভাষণ সমাদৃত কিন্তু বহুভাষণ বা বাগাড়ম্বন বর্জিত।
বাক্যে পদবিন্যাস সুর্নির্দিষ্ঠ থাকে।	বাক্যে পদবিন্যাস পরিবর্তন হয়।

সাধু ও চলিত রীতির প্রয়োগ:

- সাধু রীতি :'যে কথা একবার জমিয়ে বলা গিয়াছে,তাহার পর তাহা ফেনাইয়া ব্যাখ্যা করা চলে না।
- চলিত রীতি : যে কথা একবার জমে বলা গেছে, তার পর তা ফেনিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না।
- সাধু রীতি : এই রূপ সাদৃশ্য অনেক চক্ষে পড়িবে।
- চলিত রীতি : এরকম সাদৃশ্য অনেক চোখে পড়বে।
- সাধু রীতি : অতঃপর তাহা ভাঙিয়া পড়িল।
- চলিত রীতি : তারপর তা ভেঙে পড়ল।

সাধু ও চলিত রীতির বিভিন্ন পদের রূপভেদ:

বিশেষ্য পদ:

সাধু রীতি	চলিত রীতি	সাধু রীতি	চলিত রীতি
তুলা	তুলো	জুতা	জুতো
পূজা	পূজো	সুতা	সুতো
জ্যোৎস্না/ জোসনা	জোছনা	চর্মকার	চামার
মস্তক	মাথা	হস্ত	হাত

বিশেষণ পদ:

সাধু রীতি	চলিত রীতি	সাধু রীতি	চলিত রীতি
বন্য	বুনো	শুষ্ক/শুকনা	শুশনো
কিয়ৎক্ষণ	কিছুক্ষণ	রঙ্গিন	রঙিন
অতঃপর	তারপর	সাতিশয়	অত্যন্ত

অব্যয় (অনুসর্গ):

সাধু রীতি	চলিত রীতি	সাধু রীতি	চলিত রীতি
পূর্বেই	আগেই	অপেক্ষা	চেয়ে
সহিত	সাথে	হইতে	হতে

www.exambd.net

✂ সর্বনাম:

সাধু রীতি	চলিত রীতি	সাধু রীতি	চলিত রীতি
তাহাকে	তাকে	তাঁহার	তাঁর
তাঁহারা	তাঁরা	উহা	ওটা

ক্রিয়া:

সাধু রীতি	চলিত রীতি	সাধু রীতি	চলিত রীতি
আসিয়া	এসে	করিয়া	করে
করিল	করল	দেখিয়া	দেখে
ফুটিয়া	ফুটে	পড়িল	পড়ল
করিবার	করার	রহিয়াছে	রয়েছে
পার হইবে	পেরিয়ে	রহিয়াছে	হয়ে
পড়িয়াছেন	পড়েছেন	হইলেন	হলেন
খুলিয়া	খুলে	লিখা	লেখা
হউক	হোক	চলিয়া	চলে
গিয়াছে	গেছে	বলিয়া	বলে

❑ ভাষা ও বাংলা ভাষার গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন দেওয়া হলো:

১. সাধু ও চলিত ভাষার মূল পার্থক্য কোন পদে বেশি দেখা যায়?
ক. বিশেষণ ও ক্রিয়া
খ. বিশেষ্য ও বিশেষণ
গ. ক্রিয়া ও সর্বনাম
ঘ. বিশেষ্য ও ক্রিয়া
উত্তর: গ

২. কোন দেশ বাংলা ভাষাকে তাদের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে?
ক. লাইবেরিয়া
খ. নামিবিয়া
গ. হাইতি
ঘ. সিয়েরা লিওন
উত্তর: ঘ

৩. বাঙ্গালি উপভাষা অঞ্চল কোনটি?
ক. নদীয়া খ.ত্রিপুরা
গ. পুরুলিয়া ঘ. বরিশাল
উত্তর: ঘ

৪. কেন্তমের কোন দুটি শাখা এশিয়ার অন্তগর্ত?
ক. হিত্তিক ও তুখারিক
খ. তামিল ও দ্রাবিড়
গ. আর্য ও অনার্য
ঘ. মাগদী ও গৌড়
উত্তর: ক

৫. কোন শাসকদের আমলে বাংলাভাষী অঞ্চল বাঙ্গালা নামে পরিচিত হয়ে ওঠে?
ক. মৌর্য
খ. গুপ্ত
গ. পাল
ঘ. মুসলিম
উত্তর: ঘ

৬. The Origin and Development of Bengali Language গ্রন্থটি রচনা করেন কে?
ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
খ. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
ঘ. স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন
উত্তর: খ

৭. বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত কার রচনা?
ক. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
খ. মুহম্মদ আবদুই হাই।
গ. মুনীর চৌধুরী
ঘ. মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী
উত্তর: ক

৮. বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ কে রচনা করেন?
ক. সুকুমার সেন
খ. দীনেশচন্দ্র সেন
গ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ঘ. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
উত্তর: খ

৯. সাধু রীতি ও চলিত রীতির পার্থক্য কোন পদে বেশি?
ক. ক্রিয়া ও অব্যয়

খ. অব্যয় ও ক্রিয়া
গ. সর্বনাম ও বিশেষ্য
ঘ. ক্রিয়া ও সর্বনাম **উত্তর: ঘ**

১০. ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ কে রচনা করেন?
ক. ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
খ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ঘ. মুহম্মদ এনামুল হক **উত্তর: খ**

১১. বাংলা ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল কোনটি?
ক. দশম থেকে চতুদর্শ শতাব্দী
খ. একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী
গ. দ্বাদশ থেকে ষোড়ষ শতাব্দী
ঘ. ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী **উত্তর: ক**

১২. সাধু ভাষা সাধারণ কোথায় অনুপযোগী?
ক. কবিতার পংক্তিতে
খ. গানের কলিতে
গ. গল্পের কলিতে
ঘ. নাটকের সংলাপে **উত্তর: ঘ**

১৩. বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত অভিধান এর সম্পাদক কে?
ক. মুহম্মদ আব্দুল হাই
খ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ. মুহম্মদ এনামুল হক
ঘ. আহমদ শরীফ **উত্তর: ঘ**

১৪. তৎসম শব্দের ব্যবহার কোন রীতিতে বেশি হয়?
ক. চলিত রীতি
খ. সাধু রীতি
গ. মিশ্র রীতি
ঘ. আঞ্চলিক রীতি **উত্তর:খ**

১৫. কোনটি চলিত ভাষার শব্দ?
ক. এই খ. যাহা
গ. তাহার ঘ. কেউ **উত্তর: ঘ**

১৬. ভাষার ক্ষুদ্রতম একক কোনটি?
ক. বর্ণ খ. পদ
গ. অক্ষর ঘ.ধ্বনি **উত্তর: ঘ**

১৭. ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিবেচনায় বাংলা ভাষা বিশ্বের কততম প্রধান ভাষা?
ক. ষষ্ঠ খ. সপ্তম
গ. চতুর্থ ঘ. পঞ্চম **উত্তর: ক**

১৮. বাংলার ভাষার আদিরূপ কোনটি?
ক. সংস্কৃত খ. চর্যাপদ
গ. প্রাকৃত ঘ. পালি **উত্তর: গ**

১৯. বিভিন্ন অঞ্চলের মুখের ভাষা কে কি বলে?
ক. মিশ্র ভাষা খ. সাধু ভাষা
গ. চলিত ভাষা ঘ. উপভাষা **উত্তর: ঘ**

২০. বাংলা মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার হয় কোন সালে?
ক. ১৯০০ খ. ১৬৮২
গ. ১৯৫২ ঘ. ১৯৭১ **উত্তর: খ**

২১. সাধু ও চলিত রীতিতে অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয় কোনটি?
ক.অব্যয় খ. সম্বোধন
গ. সর্বনাম ঘ. ক্রিয়া **উত্তর: খ**

২২. বাংলার ভাষা শব্দের উদ্ভব হয়-
ক. সংস্কৃত খ. পানি
গ. অপভ্রংশ ঘ. প্রাকৃত **উত্তর: ঘ**

২৩. সাধুভাষা পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন কে?
ক. রাজা মনি মোহন রায়
খ. ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ. রাজা রাম মোহন রায়
ঘ. অক্ষয় কুমার দত্ত **উত্তর: গ**

২৪. দেখিয়া শব্দের চলিত রূপ কি?
ক. দেখে
খ. দেখিল
গ. দেখিয়াছি
ঘ. দেখাইয়া **উত্তর: ক**

২৫. নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের কথা ও ভাবের প্রতীক কোনটি?
ক. চলিত রীতি
খ.আঞ্চলিক রীতি
গ. কথ্য রীতি
ঘ. সাধু রীতি **উত্তর:?**

২৬. ভাষার মূল উপাদান কী?
ক. বর্ণ খ. শব্দ
গ. ধ্বনি ঘ. বাক্য **উত্তর: গ**

২৭. আলালি ও হুতোমি ভাষা বলা হয় কোন ভাষাকে?
ক. সাধু খ. চলিত
গ. ইংরেজি ঘ. সংস্কৃত **উত্তর:খ**

২৮. ইশারা ভাষা ব্যবহার করে কারা?
ক. দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা
খ. শারীরিক প্রতিবন্ধীরা
গ. শ্রবণ প্রতিবন্ধরী
ঘ. বাক-প্রতিবন্ধীরা **উত্তর: ঘ**

www.exambd.net

২৯. বক্তার কি ভেদে আদর্শ কথ্য রীতিতে কমবেশি পার্থক্য দেখা যায়?
ক. সামাজিক অবস্থান
খ. শিক্ষা
গ. সংস্কৃতি
ঘ. সবগুলোই সঠিক **উত্তর: ঘ**

৩০. সাধু রীতির বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক. ক্রিয়ারূপ দীর্ঘ
খ. বিশেষ্যের আধিক্য
গ. অনুসর্গ হ্রস্ব
ঘ. সবগুলো **উত্তর:ক**

৩১. অহমিয়া ও ওড়িয়া বাংলা ভাষার কী?
ক. আত্মীয় খ. শত্রু
গ. মিত্র ঘ. অনাত্মীয় **উত্তর:ক**

৩২. বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের উপভাষার নাম কী?
ক. বাঙ্গালি খ. কামরূপি
গ. বরেন্দ্রি ঘ. ঝাড়খণ্ডি **উত্তর:ক**

৩৩. বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ কে রচনা করেন?
ক. সুকুমার সেন খ. দীনেশচন্দ্র সেন
গ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত **উত্তর: খ**

৩৪. লোকজ শব্দ 'দইয়াল' এর প্রমিত রূপ কী?
ক. দেওয়াল খ. দয়াল
গ. দোয়েল ঘ. দইওয়ালা **উত্তর: গ**

৩৫. বাংলার ভাষার সাধু ও চলিত রূপ এর মধ্যে তুলনামূলক গবেষণা করেন কে?
ক. উইলিয়াম কেরি
খ. এডওয়ার্ড ডিমোস্ক
গ. শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়
ঘ. প্রমথ চৌধুরী **উত্তর:ঘ**

৩৬. ধ্রুপদি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত কোনটি?
ক. সংস্কৃত
খ. বাংলা
গ. পালি
ঘ. সবগুলো **উত্তর: ক ও গ উভয়ই**

৩৭. বাংলা ভাষার নিজস্ব লিপি কোনটি?
ক. ব্রাহ্মী খ. মণিপুরি
গ. বাংলা ঘ. কুটিল **উত্তর:গ**

৩৮. বাংলা ভাষার প্রাচীন নমুনা পাওয়া যায় কোথায়?
ক. মহাভারতে খ. চর্যাপদে
গ. বৈষ্ণব পদাবলিতে ঘ. মঙ্গলকাব্যে **উত্তর:খ**

৩৯. বাংলা ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্ব অংশে কোন বিষয়টি আলোচনা করা হয়?
ক. বিশেষভাবে সংশোধন
খ. বিশেষভাবে পরিমার্জন
গ. বিশেষভাবে বিশ্লেষণ
ঘ. বিশেষভাবে সংশ্লেষণ **উত্তর:গ**

৪০. চলিত ভাষার নিম্নের কোনটির রূপ সংক্ষিপ্ত হয়?
ক. অনুসর্গ খ. অব্যয়
গ. বিশেষ্য ঘ. উপসর্গ **উত্তর: ক**

৪১. নতুন শব্দ গঠন করে-
ক. সন্ধি ও সমাস খ. প্রত্যয় ও পুরুষ
গ. সন্ধি ও কারক ঘ. সমাস ও পদ **উত্তর: ক**

৪২. ব্যুৎপত্তিগত ভাবে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ কী?
ক. বিশেষভাবে সংশোধন
খ. বিশেষভাবে পরিমার্জন
গ. বিশেষভাবে বিশ্লেষণ
ঘ. বিশেষভাবে সংশ্লেষণ **উত্তর:গ**

৪৩. বাংলা ভাষা কোন মূল ভাষার অন্তগর্ত?
ক. দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া
খ. দ্রাবিড়
গ. ইউরোপীয়
ঘ. ইন্দো-ইউরোপীয় **উত্তর: ঘ**

৪৫.বাংলা সাহিত্যে চলিত রীতির প্রবর্তক কে?
ক. প্রমথ চৌধুরী
খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. মোতাহের হোসেন চৌধুরী
ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
উত্তর: ক

৪৬. পাণিনি কে ছিলেন?
ক. ভাষাবিদ খ. ঋগ্বেদবিদ
গ. বৈয়াকরণবিদ ঘ. অখ্যানবিদ **উত্তর: গ**

৪৭. বাংলা সাহিত্যে গদ্যরীতির প্রবর্তক কে?
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
খ. প্রমথ চৌধুরী
গ. প্যারীচাদ মিত্র
ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **উত্তর: খ**

৪৮. চলিত রীতি কোনটি?
ক. শুল্ক খ. শুকনা
গ. তুলা ঘ. তুলো **উত্তর: ঘ**

৪৯. কথ্য রীতির সমন্বয়ে শিষ্টজনের ব্যবহৃত ভাষাকে কী বলে?
ক. সাধু ভাষা খ. আদর্শ চলিত ভাষা
গ. আঞ্চলিক ভাষা ঘ. দেশি ভাষা **উত্তর: খ**

৫০. চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় কত সালে?
ক. ১৯০৯ সালে খ. ১৭৯৮ সালে
গ. ১৯০৭ সালে ঘ. ১৭০৯ সালে **উত্তর: গ**

৫১. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়-কি ধরনের রচনা?
ক. ছোটগল্প খ. কাব্য নাটক
গ. উপন্যাস ঘ. পত্রোপন্যাস **উত্তর:খ**

৫২. বাংলা ভাষার সংস্কৃত উপসর্গ কয়টি?
ক. ২২টি খ. ২১ টি
গ. ২০ টি ঘ. ২৩ টি **উত্তর: গ**

৫৩. অদ্য শব্দটি কোন ভাষারীতির উদাহরণ?
ক. চলিত খ. সাধু
গ. প্রাকৃত ঘ. কোল **উত্তর: খ**

৫৪. স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কি বলে?
ক. ফলা খ. কার
গ. ধ্বনি ঘ. অক্ষর **উত্তর: খ**

৫৫. Epicurism এর যথার্থ পরিভাষা-
ক. নিয়তিবাদ খ. অস্তিত্ববাদ
গ. ভোগবাদ ঘ. পরিবেশবাদ **উত্তর: গ**

৫৬. রত্ন>রতন হওয়ার সন্ধি সূত্র-
ক. স্বরভঙ্গি খ. স্বরসঙ্গতি
গ. অভিশ্রুতি ঘ. অপিনিহিতি **উত্তর:ক**

৫৭, প্রাকৃত শব্দের ভাষাগত অর্থ কী?
ক. মুর্খদের ভাষা খ. পণ্ডিতদের
গ. জনগণের ভাষা ঘ. লেখকদের ভাষা **উত্তর: গ**

৫৮. বাংলা ভাষার মাত্রাহীন বর্ণ কয়টি?
ক. ৭টি খ. ৮টি
গ. ৯টি ঘ. ১০টি **উত্তর: ঘ**

৫৯. গঠন অনুসারে শব্দ কয় প্রকার?
ক. তিন খ. দুই
গ. পাচ ঘ.চার **উত্তর:খ**

*** ধ্বনি ও বর্ণ ***

❑ **মানুষ কথা বলার সময় শরীরের যে সমস্ত অঙ্গ ব্যবহার করে, সেগুলোকেই একত্রে বাগযন্ত্র বা বাক-প্রতঙ্গ বলে। সহজ কথায়, মানুষের দেহের যে সব অঙ্গ-প্রতঙ্গ ধ্বনি তৈরিতে সহায়তা করে তাকে বলে বাগযন্ত্র বা বাক-প্রতঙ্গ। মানবদেহের উপরিভাবে অবস্থিত ফুসফুস থেকে শুরু করে ঠোট পর্যন্ত ধ্বনি উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রতিটি প্রত্যঙ্গই বাগযন্ত্রের অর্ন্তভুক্ত।**

❑ ধ্বনি উচ্চারণের প্রত্যঙ্গসমূহ একত্রে বলা হয়-বাগযন্ত্র।

- ধ্বনি উৎপাদনকারী বায়ুপ্রবাহের উৎস হলো-ফুসফুস।
- ধ্বনি উৎপন্ন হয়-শ্বাস ত্যাগের মাধ্যমে।
- শ্বাসত্রলির উপরের অংশে-স্বরযন্ত্রের অবস্থান।
- অধিজিহ্বা, স্বররন্ধ্র, ধ্বনিদ্বার-স্বরযন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ।
- বাগযন্ত্রের মদ্যে সবচেয়ে সক্রিয় ও সচল হচ্ছে-জিভ।
- ফুসফুস থেকে তৈরি বাতাস বের হয়-নাসারন্ধ্র ও মুখবিবরের মাধ্যমে।
- মুখ-গহ্বরের উপরের অংশে তালুর অবস্থান।
- মুখবিবরের ছাদকে বলা হয় তালু। তালুর দুটি অংশে কোমল তালু ও শক্ত তালু।
- ধ্বনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুখবিবরে উচ্চারণের মূল উপকরণ বা উচ্চারণ-জিহ্বা।

❑ ধ্বনি: কোনো ভাষার উচ্চারিত শব্দকে বিশ্লেষণ করলে যে উপাদানসমূহ পাওয়া যায়, সেগুলোকে পৃথকবাবে ধ্বনি বলে। ধ্বনির সঙ্গে সাধারণত অর্থের সংশ্লিষ্টতা থাকে না, ধ্বনি তৈরি হয় বাগ-যন্ত্রের সাহায্যে। ভাষার মূল উপাদান, ক্ষুদ্রতম একক এবং ভিত্তি হলো ধ্বনি।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিগুলোকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা হয়। যথা-১. স্বরধ্বনি ২. ব্যঞ্জনধ্বনি।

www.exambd.net

☑ স্বরধ্বনি: যে ধ্বনি উচ্চারনের সময় ফুসফুস থেকে নির্গত বাতাস মুখবিবরের কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় না ,তাদের স্বরধ্বনি বলে। স্বরধ্বনির লিখিত রূপই হচ্ছে স্বরবর্ণ। বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণ ১১টি।

☑ ব্যঞ্জনধ্বনি: যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস থেকে নির্গত বাতাস মুখবিবরের কোথাও না কোথাও কোনো প্রকার বাধাপ্রাপ্ত হয় তাদের ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। যে চিহ্ন দ্বারা ধ্বনি নির্দেশ করা হয় তাকে বর্ণ বলে। বাংলা ভাষায় মোট ৫০ টি বর্ণ আছে। তার মধ্যে স্বরবর্ণ ১১টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি।

☑ মাত্রার উপর ভিত্তি করে বর্ণ ৩ প্রকার।

১. মাত্রাহীন বর্ণ-১০টি (স্বরবর্ণ ৪টি,, ব্যঞ্জনবর্ণ ৬টি)।
২. অর্ধমাত্রার বর্ণ-৮টি (স্বরবর্ণ ১টি, ব্যঞ্জনবর্ণ ৭টি)।
৩. পূর্ণমাত্রার বর্ণ ৩২টি (স্বরবর্ণ ৬টি ব্যঞ্জনবর্ণ ২৬টি)

***গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ভাষার/শব্দের ক্ষুদ্রতম একক/অংশ-ধ্বনি।
- ভাষার মূল উপকরণ-বাক্য।
- বাক্যের মৌলিক উপাদান-শব্দ।
- ধ্বনির ইঁট বলা হয়-বর্ণকে।
- বাংলার লিপির একক ও মূল উপাদান-বর্ণ।
- বাংলার লিপির উৎস-ব্রাহ্মীলিপিকে।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা ভাষা এসেছে-গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে।
- চলিত ভাষার প্রবর্তক-প্রমথ চৌধুরী।
- উদ্ভবের সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাকে ভাগ করা হয়েছে-তিনটি পর্যায়ে। যথা: ক. প্রাচীন বাংলা, খ. মধ্যবাংলা, গ. আধুনিক বাংলা।
- বাংলা ভাষার বিশেষভাবে প্রভাবিত-দ্রাবিড় ও কোল ভাষা দ্বারা।
- বাংলার ভাষার ব্যাকরণ প্রথম রচিত হয়-পতুর্গিজ ভাষায়।
- ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে-বর্ণ বলে।
- বাংলা লিপির অক্ষর স্থিতি লাভ করে-১৮০০ সালে।

***নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ(MCQ) দেওয়া হলো:

১. **ধ্বনি হলো-*[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ২০২০]***
ক. অর্থবোধক শব্দসমষ্টি
খ. ভাষায় লিখিত রূপ
গ. দুটি শব্দের মিলন
ঘ. ভাষার ক্ষুদ্রতম অংশ
উত্তর: ঘ

২. **বাংলা বর্ণমালা অর্ধমাত্রা বর্ণ কয়টি? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ২০২০]***
ক. ৮টি খ. ৯টি
গ. ৬টি ঘ. ৭টি
উত্তর: ক

৩. **ধ্বনির পরিবর্তন কত প্রকার? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ২০১৯]***
ক. তিন প্রকার খ. চার প্রকার
গ. পাচ প্রকার ঘ. দুই প্রকার
উত্তর: ক

৪. **বাংলার বর্ণমালার মাত্রাহীন বর্ণ কয়টি? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ২০১৬]***
ক. ১০ টি খ. ১১
গ. ৯ টি ঘ. ৮টি
উত্তর:ক

৫. **পক্ষী শব্দের সংযুক্ত বর্ণ কোন ধরনের বর্ণ দিয়ে গঠিত? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ২০১৯]***
ক. ষ+ঞ খ. ক+ষ
গ. ক+খ ঘ. ষ+ন
উত্তর: খ

৬. **একই সঙ্গে উচ্চারিত দুটি মিলিত স্বরধ্বনিকে কী বলে? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ২০১৯]***
ক.অনামৃত স্বর খ. একাক্ষর স্বর
গ. যৌগিক স্বর ঘ. মৌলিক স্বর
উত্তর: গ

৭. **ধ্বনি উচ্চারণের মানব শরীরের যেসব প্রত্যঙ্গ জড়িত সেগুলোকে একত্রে কী বলে? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ২০১৯]***
ক. গলনালি খ. বাগযন্ত্র

গ. স্বরযন্ত্র ঘ. শ্বাসনালি **উত্তর: খ**

৮. নাসিক্য বর্ণ কোন গুলো? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ২০১৯]*
ক. অ, ঝ, ব খ. ঙ, ঞ, ণ
গ. উ, ঊ, য় ঘ. শ, স, ষ **উত্তর: খ**

৯. উপরের ও নিচের ঠোঁটের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিগুলোকে কী বলে?*[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ২০১৯]*
ক. দন্ত্য খ. দন্তমূলীয় ধ্বনি
গ. ওষ্ঠ্য ধ্বনি ঘ. দ্বি-ওষ্ঠ ধ্বনি **উত্তর: গ**

১০. তালব্য বর্ণ কোণগুলো? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ২০১৯]*
ক. খ, উ, ম, ল খ. ব, ড়, ঢ় ভ
গ. স, ও, ঘ ত ঘ. ই, জ, ঞ, য় **উত্তর: ঘ**

১১. কোনটিতে মধ্যস্বরলোপ ঘটেছে? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ২০১৮]*
ক. চাদর খ. গামছা
গ. মশারি ঘ. লুঙ্গি **উত্তর: গ**

১২. নিচের কোন স্বরধ্বনি চিহ্ন? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ২০১৮]*
ক. উ খ. আ
গ. ঔ ঘ. ঊ **উত্তর:গ**

১৩. 'লম্ফ-প্রদান করিল-এর চলিত রূপ কোনটি? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ২০১৮]*
ক. লাফ প্রদান করল
খ. লাফ দিল
গ. লম্ফ দিল
ঘ. লম্ফ প্রদান করল **উত্তর: খ**

১৪. নিচের কোনটি চলিত রীতির শব্দ? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ২০১৮]*
ক. তুলা খ. নো
গ. পড়িল ঘ. সহিত **উত্তর: খ**

১৫. কোনটি আদি স্বরাগম? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ২০১৬]*
ক. রত্ন>রতন খ. স্ত্রী>ইস্ত্রী
গ. গ্রাম> গেরাম ঘ. স্নেহ>সিনেহ **উত্তর: খ**

১৬. কোনটি মূল ধ্বনি নয়?*[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-২০১৬]*
ক. খ, ঝ খ. ক, খ
গ. ক, খ ঘ. চ, জ **উত্তর: ক**

১৭. তালব্য বর্ণ কোনগুলো?
ক. এ, ঐ খ. ই, ঈ
গ. ই, ঊ ঘ. ও, ঔ **উত্তর: খ**

১৮. জিভের সামনের অংশের সাহায্যে উচ্চারিত স্বরধ্বনি গুলোকে কী বলে?
ক. নিম্ন স্বরধ্বনি খ. অগ্র-স্বরধ্বনি
গ. জিভ-স্বরধ্বনি ঘ. সম্মুখ স্বরধ্বনি **উত্তর:ঘ**

১৯. কোনগুলো মুর্ধন্য ধ্বনি?
ক. ট, ঠ, ড, ঢ, ণ খ. ত, থ, দ, ধ ন
গ. চ, ছ, জ, ঝ, ঞ ঘ. প, ফ, ব, ভ, ম **উত্তর: ক**

২০. কোনগুলো দন্ত্য ধ্বনি?
ক. প, ফ, ব, ভ, ম খ. ত, থ, দ, ধ, ন
গ. ক, খ, গ, ঘ, ঙ ঘ. ট, ঠ, ড, ঢ, ণ **উত্তর: ক**

২১. *যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না, তাকে কি বলা হয়?*
ক. অঘোষ ধ্বনি খ. মহাপ্রাণ ধ্বনি
গ. অল্পপ্রাণ ধ্বনি ঘ. মহাপ্রাণ ধ্বনি **উত্তর: ক**

২২. ক থেকে ম পর্যন্ত এই পঁচিশটি ব্যঞ্জনকে কি বলা হয়?
ক. শিশ ধ্বনি খ. স্পর্শ ধ্বনি
গ. অল্পপ্রাণ ধ্বনি ঘ. মহপ্রাণ ধ্বনি **উত্তর: খ**

২৩. নিচের কোন গুলো অল্পপ্রাণ ধ্বনি?
ক. ক,খ,গ,ঘ খ. ঙ,ঞ,ণ,ণ, ম
গ. খ,ঘ,চ,ঝ ঘ. ক, গ, চ, জ **উত্তর: ঘ**

২৪. নিচের কোন গুলো মহাপ্রাণ ধ্বনি?
ক. খ,ঘ,ছ,ঝ খ. শ,ষ,স,হ
গ. ক, খ,গ, ঘ,ঙ ঘ. ঙ, ঞ, ণ, ন, ম উত্তর: ক

২৫.নিচের কোনগুলো অন্তঃস্থ ধ্বনি?
ক. য,র,ল, ব খ.শ,ষ, স,হ
গ. প,ফ,ব,ভ,ম ঘ. ঙ,ঞ,ণ,ন, ম **উত্তর: ক**

২৬. দ্রুত উচ্চারণের জন্য কেবল শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোন স্বরধ্বনির লোপকে কি বলা হয়?
ক. বিষমীভবন খ. অসমীকরণ
গ. সম্প্রকর্ষ ঘ. সমীভবন **উত্তর: গ**

২৭. নিচের কোনটি তালব্য ধ্বনি?
ক. ল খ. ত
গ. য ঘ. র **উত্তর: গ**

২৮. নিচের কোনটি কম্পনজাত ধ্বনি?
ক. য খ. র
গ. ল ঘ. ত **উত্তর: খ**

২৯. সাধু ও চলিত বাংলায় কয়টি মৌলিক স্বরধ্বনি লক্ষ্য করা যায়?
ক. ৫টি খ. ৬টি
গ. ৭টি ঘ. ৮টি **উত্তর: ঘ**

৩০. কোন পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা সম্মুখে প্রসারিত হয় এবং অগ্রভাব উপরের পাটির তাদের গোড়াদিকে স্পর্শ করে?
ক. ত, থ, দ, ধ, ন খ. চ, ছ, জ, ঝ, ঞ
গ. প, ফ, ব, ভ, ম ঘ. ক, খ, গ, ঘ, ঙ **উত্তর: ক**

৩১. বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনিগুলোকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
ক. চার ভাগে খ. বহু ভাগে
গ. দু'ভাগে ঘ. তিন ভাগে **উত্তর: গ**

৩২. 'খণ্ডত' (ৎ) প্রকৃত প্রস্তাবে কোন বর্ণের খণ্ড রূপ?
ক.ত বর্ণের খ. ধ বর্ণের
গ. থ বর্ণের ঘ. খ বর্ণের **উত্তর: ক**

৩৩. ষ কোথায় হয় না?
ক. খাঁটি বাংলা শব্দে খ. এ এবং ঐ
গ. ঋ, র-এর পর ঘ. সংস্কৃত শব্দে **উত্তর: ক**

৩৪. ই-এর উচ্চারণ স্থান কোনটি?
ক. কণ্ঠ্য খ. তালু
গ. জিহ্বা ঘ. দন্ত্য **উত্তর: খ**

৩৫. মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশের জন্য কোন অঙ্গের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি করে?
ক. হাত খ. কণ্ঠ
গ. চোখ ঘ. নাক **উত্তর: খ**

৩৬. স্বরধ্বনির মধ্যে যুগ্মধর বা দ্বিস্বর ধ্বনি কয়টি?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি **উত্তর:ক**

৩৭. উচ্চারণ স্থানের অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনি কত ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ৪ ভাগে খ. ৫ ভাগে
গ. ৬ ভাগে ঘ. ৭ ভাগে **উত্তর: খ**

৩৮. ব্যঞ্জনবর্ণে স্বরবর্ণ যুক্ত না থাকলে তাকে কি বলে?
ক. মিশ্রবর্ণ খ. হসন্তবর্ণ
গ. ঘোষবর্ণ ঘ. তাড়ন জাত বর্ণ **উত্তর: খ**

৩৯. শব্দের ভিতরে দুই সমধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে কি বলে?
ক. সমীবভন খ. সমীকরণ
গ. বিষমীভবন ঘ. নগ্নীভবন **উত্তর: গ**

৪০. কোন স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ নেই?
ক. অ খ. আ
গ. ই ঘ. ঈ **উত্তর: ক**

www.exambd.net

*** সন্ধি বিচ্ছেদ ***

❑ **সন্ধিঃ সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন। সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মিলনকে সন্ধি বলে। অর্থাৎ পাশাপাশি দুই ধ্বনি উচ্চারণকালে সম্পূর্ণ বা আংশিক মিলিত হয় অথবা একটি লোপ পায় কিংবা একটি অপরটির প্রভাবে পরিবর্তিত হয়, এরূপ পরিবর্তন, লোপ বা মিলনকে সন্ধি বলে। যেমন; বিদ্যা+আলয়=বিদ্যালয়, গৈ+অক=গায়ক, নে+অন=নয়ন।**

✍ **সন্ধির উদ্দেশ্য দুই প্রকার।**

১. স্বাভাবিক উচ্চারণে সহজপ্রবণতা ।

২. ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন।

✍ সন্ধির সাহায্যে শব্দ গঠন পদ্ধতিঃ সন্ধির কাজ হচ্ছে ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনি মিলিয়ে নতুন শব্দ গঠন করা। যেমন, নরাধম। এখনে 'নর' এবং 'অধম'-এ দুটি পদের মিলন হয়েছে। 'নর' এর অভ্যস্বর 'অ' আর 'অধম'-এর আদ্যস্বর 'অ' উভয়ে মিলে আকার হয়েছে। আর এই 'আ' কার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হওয়ার ফলে নতুন শব্দ 'নরাধম' সৃষ্টি হয়েছে। অনুরূপভাবে অ বা আ-কারের পর ই কার থাকলে 'অ' বা 'আ' এর স্থানে এ কার হয়। এ-কার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যেমন; শুভ+ইচ্ছা=শুভেচ্ছা। এমনিভাবে পরস্পর সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মিলনে সন্ধি নতুন শব্দ গঠন করে।

✍ **সন্ধির সূত্র কাজে লাগে-উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাস প্রক্রিয়ার শব্দ গঠনে।**

**সন্ধির প্রয়োজনীয়তাঃ

✍ সন্ধি ভাষার শ্রুতিমধুরতা আনে, সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

✍ সন্ধির ফলে ভাষা সংক্ষিপ্ত হয়।

✍ সন্ধির মাধ্যমে নতুন নতুন শব্দ গঠন করা হয়। ফলে ভাষা নির্মাণে সন্ধির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

✍ সন্ধির মাধ্যমে শব্দের আকার সংকুচিত হয়।

✍ সন্ধির ফলে ভাষা সাবলীল ও শ্রুতি মধুর হয়।

✍ সন্ধির মাধ্যমে উচ্চারণ সহজ হয়।

✍ দীর্ঘ শব্দকে ছোট করে।

✍ শব্দের শৃঙ্খলা আনার জন্য সন্ধির প্রয়োজন রয়েছে।

✍ ধ্বনি পরিবর্তনের সময় সন্ধি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সর্বোপরি সন্ধি ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং ভাষাকে প্রাঞ্জল ও সংক্ষিপ্ত করতে সন্ধির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

♦ **স্বরসন্ধিঃ-** একটি স্বরসন্ধির সঙ্গে অন্য একটি স্বরধ্বনির মিলনে যে সন্ধি হয়, তাকে স্বরসন্ধি বলে।

♦ **ব্যঞ্জনসন্ধিঃ-** স্বরে ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে-স্বরে ও ব্যঞ্জনে-ব্যঞ্জনে যে সন্ধি হয় তাকে, ব্যঞ্জন সন্ধি বলে।

♦ **নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধিঃ-** যে সন্ধিগুলো কোনো নিয়ম অনুসারে হয় না, সেগুলোকে নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি বলে।

***নিচে গুরুত্বপূর্ণ কিছু এমসিকিউ (MCQ) দেওয়া হলো:

১. নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধির দৃষ্টান্ত কোনটি? [৪৪তম বিসিএস ২০২২]
ক গো+অক্ষ=গবাক্ষ
খ. পৌ+অক=পাবক
গ. বি+অঙ্গ=বঙ্গ
গ. যতি+ইন্দ্র=যতীন্দ্র **উত্তর:ক**

২. 'দূরবস্থা' শব্দটি সন্ধি বিচ্ছেদ করা হলে নিচের কোনটি পাওয়া যায়? [৩৯তম বিসিএস]
ক.দুর+বস্থা খ. দূর+বস্থা
গ.দুর+অবস্থা গ. দুঃ+অবস্থা **উত্তর: ঘ**

২. 'সদ্যোজাত' শব্দের শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? *[৩৯তম বিসিএস]*
ক.সৎ+জাত খ. সদ্যো+জাত
গ. সদ্যঃ+জাত গ. সদ্য+জাত **উত্তর: গ**

৩. 'রবীন্দ্র' এর সঠিন সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[৩৬তম বিসিএস]*
ক. রবী+ইন্দ্র খ. রবী+ঈন্দ্র
গ. রবি+ইন্দ্র গ. রবি+ঈন্দ্র **উত্তর: গ**

৪. 'দ্বৈপায়ন' শব্দের শুদ্ধ সন্ধি-বিচ্ছেদ কী? *[৩৫তম বিসিএস]*
ক.দ্বীপ+আয়ন খ. দ্বীপ+অয়ন
গ. দ্বিপ+অনট গ. দ্বীপ+অনট **উত্তর: খ**

৫. সন্ধি সাধিত শব্দ 'পরস্পর' কোন ধরনের সন্ধির দৃষ্টান্ত? *[৩২তম বিসিএস]*
ক. ব্যঞ্জন সন্ধি খ. স্বরধ্বনি
গ. নিপাতনে সিদ্ধ গ. বিসর্গ সন্ধি **উত্তর: গ**

৬. 'বাগাড়ম্বর' শব্দের সন্ধি বিচ্ছে কী? *[৩০তম বিসিএস]*
ক. বাগ+ আম্বর খ. বাগ+আড়ম্বর
গ. বাক্+অম্বর গ. বাক্+আড়ম্বর **উত্তর: ঘ**

৭. 'জনৈক' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কী? *[২৯তম বিসিএস]*
ক. জন্+ইক খ. জন+এক
গ. জনৈ+এক গ. জন+ঈক **উত্তর: খ**

৮. 'প্রাতরাশ' এর সন্ধি কী? *[২৩তম বিসিএস]*
ক.প্রাত+রাশ খ. প্রাতঃ+রাশ
গ. প্রাতঃ+আশ গ. প্রাত+আশ **উত্তর: গ**

৯. সন্ধির প্রধান সুবিধা কী? [১৮তম বিসিএস]
ক.পড়ার সুবিধা খ. লেখার সুবিধা
গ. উচ্চারণের সুবিধা গ. শোনার সুবিধা **উত্তর: গ**

১০. ষড়ঋতু শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কী? *[১৭তম বিসিএস]*
ক. ষড়+ঋতু খ. ষড়ু+ঋতু
গ. ষট+ঋতু গ. ষট্+ঋতু **উত্তর: ঘ**

১১. 'দুলোক' শব্দের যথার্থ সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি? *[১৫তম বিসিএস]*
ক. দুঃ+লোক খ. দিব্+লোক
গ. দ্বি+লোক গ. দ্বিঃ+লোক **উত্তর: খ**

১২. রত্নকার শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কী? *[১০ম বিসিএস]*
ক. রত্না+কর খ. রত্ন+কর
গ. রত্ন+আকার গ. রত্ন+আকর **উত্তর: ঘ**

১৩. পরীক্ষা এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী?
ক.পরী+ইকা খ. পরি+ইক্ষা
গ. পরী+ঈক্ষা গ. পরি+ঈক্ষা **উত্তর: ঘ**

১৪. পর্যালোচনা এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী?
ক. পর্য+আলোচনা খ. পরি+আলোচনা
গ. পর্যা+আলোচনা গ. পর্যা+আলোচনা **উত্তর: খ**

১৫. 'স্বাগত' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী?
ক. সু+আগত খ. স্বা+গত
গ. সু+গত গ. সা+আগত **উত্তর:ক**

১৬. উল্লাস এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী?
ক. উৎ+লাস খ. উদ+লাস
গ. উল+লাস গ. উঃ+লাস **উত্তর: ক**

১৭. 'উন্নত' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কী?
ক. উৎ+নীত খ. উৎ+নত
গ. উন্নী+ত গ. উন+নত **উত্তর: খ**

১৮. 'দোলনা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি?
ক. দুল্+না খ. দোল+না
গ. দোল+অনা গ. দুল+অনা **উত্তর: ঘ**

১৯. সংবাদ এর সন্ধিবিচ্ছেদ কী?
ক.সং+বাদ খ. সং+আবাদ
গ. সম্+বাদ গ. সুম+বাদ **উত্তর: গ**

২০. 'অলংকার' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কি?
ক. অলম্+কার খ. অলং+কার
গ. অ+লঙ্কার গ. অলঙ্ক+কার **উত্তর: ক**

২১. 'দর্শনীয়' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কী?
ক. দৃশ+অনীয় খ. দৃশ্য+অনীয়
গ. দৃশ্য+নীয় গ.দৃশ্য+নীয় **উত্তর:ক**

২২. 'সাহচর্য' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক. সাহ+চর+র্য খ. সহচর+য-ফলা
গ. সহচর+য গ. সাহচর+য **উত্তর: গ**

www.exambd.net

২৩. 'অহরহ' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কী?
ক. অহঃ+রহ খ. অহ+রহ গ. অহ+অহ গ. অহঃ+অহ **উত্তর: ঘ**

***নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সন্ধি বিচ্ছেদ দেওয়া হলো:-

- নবান্ন শব্দটি কোন প্রক্রিয়ায় গঠিত? উত্তর:-সন্ধি।
- কোনটি ব্যঞ্জন সন্ধির উদাহরণ? উত্তর:- সংবাদ।
- নীরোগ শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তর:- নিঃ+রোগ।
- কাদঁ+না-এটি কোন সন্ধি? উত্তর:- খাটি বাংলা সন্ধি।
- উৎ+শ্বাস এটি কোন সন্ধি?? উত্তর:- ব্যঞ্জন সন্ধি।
- দ্যুলোক শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তর:- দিব+লোক।
- কোন বাংলা পদের সাথে সন্ধি হয়? উত্তর:- ক্রিয়া।
- চতুষ্পদ শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? উত্তর:- চতুঃ+পদ।
- বনস্পতি শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তর:- বন্+পতি।
- চলচিত্র শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? উত্তর:- চলৎ+চিত্র।
- ষষ্ঠ এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তর:- ষষ্+থ।
- পাশাপাশি দুটি ধ্বনি বা বর্ণের মিলনকে কী বলে? উত্তর:- সন্ধি।
- মনস্তাপ এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তর:- মনঃ+তাপ।
- সন্ধির প্রধান কাজ কী? উত্তর:- ধ্বনি পরিবর্তন।
- বাগাড়ম্বর শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তর:- বাক্+আড়ম্বর।
- প্রাতরাশ এর সন্ধি বিচ্চেদ কী? উত্তর:-প্রাতঃ+আশ।
- সন্ধি ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়? উত্তর:- ধ্বনিতত্ত্ব।
- সন্ধির প্রধান সুবিধা কী? উত্তর:- উচ্চারণের সুবিধা।
- ষড়ঋতু শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ কী? উত্তর:- ষট্+ঋতু।
- প্রকৃত বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি কোন নিয়মে হয়ে থাকে? উত্তর:- সমীভবন।
- সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মিলনকে কী বলে? উত্তর:- সন্ধি।
- রাজ্ঞী এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? উত্তর:- রাজ্+নী।
- সদ্যোজাত শব্দের শুদ্ধ সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তর:- সদ্যঃ+জাত।
- রবীন্দ্র এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তর:- রবি+ইন্দ্র।
- দ্বৈপায়ন শব্দের শুদ্ধ সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তর:- দ্বীপ+অয়ন।
- জনৈক শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তর:- জন+এক।
- গায়ক এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? উত্তর:- গৈ+অক।
- নিয়ম অনুসারে সন্ধি হয় না কোনটির? উত্তর:- কুলটা।
- দুই বর্ণের পরস্পর মিলনকে কী বলে? উত্তর:- সন্ধি।
- মাথায় শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? উত্তর:- মাথা+এ।
- নিয়ম অনুসারে সন্ধি হয় না কোনটির? উত্তর:- কুলটা।
- শশাঙ্ক শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তর:- শশ+ঙ্ক।
- সার্বভৌম শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? উত্তর:- সর্বভূমি +ষঃ ।
- ক্ষুৎপিপাসা এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তর:-ক্ষুধ্+পিপাসা।
- মনীষা শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? উত্তর:- মনস+ঈষা।
- অন্বেষণ এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তর:- অনু+এষণ।
- সতীশ শব্দটির সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি? উত্তর:- গো+এষণা।
- ষোড়শ এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? উত্তর:- ষট্+দশ।
- সংবিধান শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তর:- সম্+বিধান।
- মৃন্ময় শব্দের সঠিক বিচ্চেদ কোনটি? উত্তর:- মৃৎ+ময়।
- ব্যর্থ শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কী উত্তর:-? উত্তর:- বি+অর্থ।
- রান্না এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী?? উত্তর:- রাধ*+না।
- সন্ধির উদ্দেশ্য কী? উত্তর:- ধ্বনিগত মাধুর্য সৃষ্টি।
- কাঁদুনি শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তর:- কাঁদ+উনি।
- স্বাগত শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তর:- সু+আগত।
- উদ্যোগ শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তর:- উৎ+যোগ।
- পিত্রালয় এর সন্ধি বিচ্চেদ কী? উত্তর:- পিতৃ+আলয়।
- উন্নত শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তর:- উৎ+নত।
- বৃষ্টি শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তর:- বৃষ+তি।
- পর্যালোচনা শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তর:- পরি+আলোচনা।
- ভাবুক শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তর:- ভৌ+উক।
- ধনুষ্টংকার এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তর:- ধনুঃ+টঙ্কার।
- নীরস এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তর:- নিঃ+রস।
- ছেলেমি শব্দের সঠি সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তর:- ছেলে+আমি।
- বাগদান শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তর:- বাক্+দান।
- বিচ্ছিন্ন শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তর:- বি+ছিন্ন।
- নিষ্ঠা শব্দের শসঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ করুন? উত্তর:-নিঃ+ষ্ঠা।
- বজ্জাত শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তর:- বদ্+জাত।

- অহরহ শব্দের সঠিক সন্ধি-বিচ্ছেদ কী? উত্তরঃ- অহঃ+অহ।
- নাবিক শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? উত্তরঃ- নৌ+ইক।
- বৃষ্টি এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তরঃ- বৃষ + টি ।
- পদ্ধতি এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তরঃ- পদ্+হতি।
- পরিচ্ছেদ কোন নিয়মে ব্যঞ্জনসন্ধি হয়? উত্তরঃ- স্বর+ব্যঞ্জন।
- গো+আদি=গবাদি কোন সূত্রে সিদ্ধ।
- অ কার কিংবা আ কারের পর ই কার কিংবা ঈ কার থাকলে উভয়ে মিলে কী হয়? উত্তরঃ- এ কার।
- বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ কী? উত্তরঃ- ধনুষ্টাঙ্কার।
- স্বরসন্ধির উদাহরণ দাও। উত্তরঃ- রূপা+আলি=রূপালি।
- দর্শনীয় শব্দের সঠিক সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি? উত্তরঃ- দৃশ+অনীয়।
- বহ্ন্যুৎসব শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তরঃ- বহ্নি+উৎসব।
- দুশ্চরিত্র এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তরঃ- দুঃ+চরিত্র।
- অত্যন্ত এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?র অতি+অন্ত।
- চিরুনি শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তরঃ- চির+উনি।
- উল্লাস এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তরঃ- উৎ+লাস।
- সন্ধি সাধিত শব্দ পরস্পর কোন ধরনের সন্ধির দৃষ্টান্ত? উত্তরঃ- নিপাতনে সিদ্ধ।
- সন্ধি শব্দের অর্থ কী? উত্তরঃ- মিলন।
- সন্ধির প্রধান কাজ কী? উত্তরঃ- বাক্য সংকোচন।
- তন্বী শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তরঃ- তনু+ঈ।
- মহৌষধি শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তরঃ- মহা+ওষধি।
- ইত্যাকার শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তরঃ- ইতি+আকার।
- সংখ্যা এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তরঃ- সম্+খা।
- পৌঢ় শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তরঃ- প্র+ঊঢ়।
- মহর্ষি শব্দের সঠিক সন্ধি কোনটি? উত্তরঃ-মহা+ঋষি।
- ব্যাকরণ অনুযায়ী খাটি বাংলা সন্ধি কয় প্রকার? উত্তরঃ- ২ প্রকার।
- ততোধিক শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? উত্তরঃ- ততঃ+অধিক।
- দুরবস্থা শব্দের শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? উত্তরঃ- দুঃ +অবস্থা
- সন্ধি বিচ্ছেদ করুন নরাধম? উত্তরঃ- নর+অধম।
- বিসর্গ বিদ্যমান থাকে এমন উদাহরণ কোনটি? উত্তরঃ- অধঃপতন।
- পুর্ণেন্দু কোন সন্ধি? উত্তরঃ- স্বরসন্ধি।
- বিষয় বহির্ভূত অথচ প্রচলিত ব্যাকরণ একে কী বলে?উত্তরঃ- ব্যাভিচার।
- সন্ধি শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? উত্তরঃ- বিগ্রহ।
- অ কারের পর ঔ কার থাকলে উভয়ে মিলে ঔ কার হয় এর উদাহরণ কোনটি? উত্তরঃ- পরমৌষধ।
- নিষ্কর শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তরঃ- নী+কর।
- কোনটি বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ? উত্তরঃ- ধনুষ্টাঙ্কার।
- উচ্ছৃঙ্খল শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কী?র উৎ+শৃঙ্খল।
- দংশন এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তরঃ-দম্+শন।
- মোড়ক শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তরঃ- মুড়+অক।
- ধার শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তরঃ- ধার+অ।
- সংসার এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তরঃ- সম্+সার।
- যদ্যপি এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তরঃ- যদি+অপি।
- অধোপতি শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তরঃ- অধঃ+গতি।
- বৈঠক শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তরঃ- বৈঠ+ক।
- উন্নয়ন এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তরঃ- উৎ+নয়ন।
- সংগীত এর শুদ্ধ সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তরঃ- সম্+গীত।
- কুজ্ঝটিকা এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তরঃ- কুৎ+ঝটিকা।
- স্বাধীন শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? উত্তরঃ- স্ব+অধীন।
- সম্+চয়=সঞ্চয় এটি কোন সন্ধি? উত্তরঃ- ব্যঞ্জন।
- বাচস্পতি শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? উত্তরঃ- বাচঃ+পতি।
- বাগদান শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? উত্তরঃ- বাক্+দান।
- ক্ষুণ্নিবৃত্তি শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? উত্তরঃ- ক্ষুধ+নিবৃত্তি।
- নিরবধি শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তরঃ- নিঃ+বধি।
- পনির সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তরঃ- পনি+এর।
- সূর্যোদয় এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তরঃ- সূর্য+উদয়।
- জলৌকা শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তরঃ- জল+ওকা।
- ঢাকা+ঈশ্বরী=ঢাকেশ্বরী কোন নিয়মে সন্ধি হয়েছে? উত্তরঃ- আ+ঈ=এ।
- উৎ+শ্বাস এটি কোন সন্ধি? উত্তরঃ-ব্যঞ্জন সন্ধি।
- গতানুগতিক এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী? উত্তরঃ- গত+অনুগতিক।

- অগ্রাধিকার= অগ্র+অধিকার
- অতীন্দ্রিয়= অতি+ইন্দ্রিয়

www.exambd.net

- অত্যাধিক= অতি+অধিক
- অতীত= অতি+ইত
- অত্যুচ্চ=অতি+উচ্চ
- অত্যাচার=অতি+আচার
- অত্যন্ত=অতি+অন্ত
- অভ্যুদয়=অভি+উদয়
- অত্যাশ্চর্য=অতি+আশ্চর্য
- অত্যুজ্জ্বল=অতি+উজ্জ্বল
- অতীষ্ট=অতি+ইষ্ট
- অতীব=অতি+ইব
- অধীশ্বর=অধি+ঈশ্বর
- অর্ধেক=অর্ধ+এক
- অনেক=অন+এক
- অন্বেষণ=অনু+এষণ
- অন্যান্য=অন্য+অন্য
- অপরাপর=অপর+অপর
- অপেক্ষা=অপ+ইক্ষা
- অপরাহ্ন=অপর+অহ্ন
- অনূদিত=অনু+উদিত
- অধমর্ণ=অধম+ঋণ
- আজ্ঞাধীন=আজ্ঞা+অধীন
- আমায়=আমা+এ
- অভীপ্সা=অভি+ইপ্সা
- আদ্যন্ত=আদি+অন্ত
- আশাতীত=আশা+অতীত
- আশানন্দ=আশা+আনন্দ
- ইত্যাদি=ইতি+আদি
- ইতরেতর=ইতর+ইতর
- ঈশ্বরেচ্ছা= ঈশ্বর+ইচ্ছা
- উমেশ=উমা+ঈশ
- উত্তমৌষধ=উত্তম+ঔষধ
- উপর্যুপরি=উপরি+উপরি
- উপর্যুক্ত=উপরি+উক্ত
- উচ্চাশা=উচ্চ+আশা
- উত্তমর্ণ=উত্তম+ঋণ
- এমনি=এমন+ই
- একত্রিত=একত্র+ইত
- একোন=এক+ঊন
- একেক=এক+এক
- করাঘাত=কর+আঘাত
- কথামৃত=কথা+অমৃত
- কারাগার=কারা+আগার
- কটূক্তি=কুট+উক্তি
- কথোপকথন=কথা+উপকথন
- কুশাসন=কুশ+আসন
- কাঁচকলা=কাঁচা+কলা
- কুলটা=কুল+অটা
- গণেশ=গণ+ঈশ
- গজেন্দ্র=গজ+ইন্দ্র
- গত্যন্তর=গতি+অন্তর
- গায়ক=গৈ+অক
- গিরীন্দ্র=গিরি+ইন্দ্র
- গঙ্গোর্মি=গঙ্গা+ঊর্মি
- গবাদি=গো+আদি
- গবাক্ষ=গো+অক্ষ
- গিরীশ=গিরি+ঈশ
- গ্রামাঞ্চল=গ্রাম+অঞ্চল
- গবাস্থি=গো+অস্থি
- গবেষণা=গো+এষণা
- গুরুপদেশ=গুরু+উপদেশ
- ঘড়িয়াল=ঘড়ি+ইয়াল
- ঘোড়ার=ঘোড়া+এর
- চয়ন=চে+অন
- চন্দ্রানন=চন্দ্র+আনন
- চাবুক=চৌ+উক
- চিত্তৌদার্য=চিত্ত+ঔদার্য
- চরাচর=চর+অচর
- চিরাচরিত=চির+আচরিত
- চলাচল=চল+অচল
- ছাত্রাবাস=ছাত্র+আবাস
- জলাশয়=জল+আশয়
- জলোচ্ছ্বাস=জল+উচ্ছ্বাস
- জনৈক=জন+এক
- জলাতংক=জল+আতংক
- জলৌকা=জল+একা
- জয়েচ্ছা=জয়+ইচ্ছা
- ডালের=ডাল+এর
- ঢাকেশ্বরী=ঢাকা+ঈশ্বরী
- তৃষ্ণার্ত=তৃষ্ণা+ঋত
- তথাপি=তথা+অপি
- তিলেক=তিল+এক
- ত্বরান্বিত=ত্বরা+অন্বিত
- তথৈবচ=তথা+এবচ
- দশার্ণ=দশ+ঋণ
- দর্গোৎসব=দুর্গা+উৎসব
- দিল্লীশ্বর=দিল্লী+ঈশ্বর
- দেবেন্দ্র=দেব+ইন্দ্র
- দিনেক=দিন+এক
- দয়ার্দ্র=দয়া+আর্দ্র
- দেবেশ=দেব+ঈশ
- দেবর্ষি=দেব+ঋষি
- দেবালয়=দেব+আলয়
- ধনৈশ্বর্য=ধন+ঐশ্বর্যৎ
- ধর্মাধম=ধর্ম+অধম

- নবান্ন=নব+অন্ন
- নবোঢ়া=নব+ঊঢ়া
- নরেশ=নর+ঈশ
- নীলোৎপল=নীল+উৎপল
- নায়ক=নৈ+অক
- নর্তকী=নর্তক+ঈ
- নাবিক=নৌ+ইক
- নয়ন=নে+অন
- নিন্দাই=নিন্দা+অই
- পিত্রালয়=পিতৃ+আলয়
- প্রতীক্ষা=প্রতী+ঈক্ষা
- ক্ষুধার্থ=ক্ষুধা+ঋত
- ক্ষণেক=ক্ষণ+এক
- হত্যাপরাধ=হত্যা+অপরাধ
- সপ্তর্ষি=সপ্ত+ঋষি
- রাজঐশ্বর্য=রাজা+ঐশ্বর্য
- মস্যাধার=মসী+আধার
- ভবেশ=ভব+ঈশ
- বয়ন=বে+অন
- ফণীন্দ্র= ফণী+ইন্দ্র
- রাধেন্দু=রাধা+ইন্দু
- স্বল্প=সু+অল্প
- যথোচিত=যথা+উচিত
- বনৌষধি=বন+ঔষধি
- মতৈক্য=মত+ঐক্য
- হিমাঙ্গ=হিম+অঙ্গ
- হস্তাক্ষর=হস্ত+অক্ষর
- হিতোপদেশ=হিত+উপদেশ
- সতীশ=সতী+ঈশ
- সিংহাসন=সিংহ+আসন
- স্বেচ্ছা=স্ব+ইচ্ছা
- সাধুক্তি=সাধু+উক্তি

EMRAN PUBLICATION ইমরান পাবলিকেশন

www.exambd.net

*** লিঙ্গ পরিবর্তন ***

➲ **লিঙ্গ: লিঙ্গ শব্দের অর্থ চিহ্ন বা লক্ষণ। সব ভাষায় লিঙ্গভেদে শব্দভেদ আছে, বাংলা ভাষাও আছে। বাংলা ভাষায় বহু বিশেষ্য পদ রয়েছে** যাদের কোনোটিতে পুরুষ ও কোনোটিতে স্ত্রী বোঝায়। যে শব্দে পুরুষ বোঝায় থাকে পুরুষবাচক শব্দ আর শব্দে স্ত্রী বোঝায় তাকে স্ত্রীবাচক শব্দ বলে। বাংলা ব্যাকরণে লিঙ্গ এসেছে সংস্কৃত ভাষা থেকে। যেসব শব্দ থেকে পুরুষ ও স্ত্রী জাতির কোনোটিই বোঝায় না তাদেরকে ক্লীবলিঙ্গ বলে।যেমন, ফুল, পাথর, জামা। যেসব শব্দ পুরুষ ও স্ত্রী উভয় শব্দই নির্দেশ করে, তাদেরকে বলে উভয় লিঙ্গ। যেমন, সন্তান, শিশু, বন্ধু, মানুষ। খাটি বাংলায় পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ মূলত দুই প্রকার। লিঙ্গ শব্দটির ব্যুৎপত্তি অর্থ-লিঙ্গ+অ।

***নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ(MCQ) দেওয়া হলো:-

১. নাটিকা কোন অর্থে স্ত্রীবাচক শব্দ?*[প্রা: সহ: শি: ২০১৮]*
ক. সাদৃশ্য অর্থে খ. ব্যঙ্গার্থে
গ. ক্ষুদ্রার্থে ঘ. বৃহদার্থে **উত্তর: গ**

২. কোনটি উভয়লিঙ্গ বাচক শব্দ? *[প্রা: সহ: শি: ২০১৮]*
ক. সৈন্য খ. প্রিয়
গ. মানুষ ঘ. টেবিল **উত্তর:গ**

৩. বীর শব্দের বিপরীত লিঙ্গ কি? *[প্রা: সহ: শি: ২০০৩]*
ক. তেজস্বিনী খ. বীরাঙ্গী
গ. বীরাঙ্গনা ঘ. বিদুষী **উত্তর:গ**

৪. ঈ-প্রত্যয় যোগে লিঙ্গান্তর করা হয়েছে কোনটি? *[প্রা: সহ: শি: ২০৩]*
ক. জেলেনী খ. অনাথী
গ. ছাত্রী ঘ. মেছোনী **উত্তর: গ**

৫. নিচের কোন শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ?*[প্রা: সহ: শি: ২০০৩]*
ক. ফুল খ. মানুষ
গ. মৃগী ঘ. পিতা **উত্তর:ক**

৬. নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি?
ক. মা খ. ব্যঙ্গমা
গ. আম্মা ঘ. সৎমা **উত্তর: ঘ**

৭. বাংলায় সাধারণত কয় প্রকারের লিঙ্গ দেখা যায়?
ক. দুই প্রকার খ. তিন প্রকার
গ. চার প্রকার ঘ. পাঁচ প্রকার **উত্তর: গ**

৮. নিচের কোনটি উভয় লিঙ্গ বাচক শব্দ?
ক. বই খ. সন্তান
গ. বর ঘ. কনে **উত্তর: খ**

৯. নিচের কোনটি ক্লীব লিঙ্গ বুঝায়?
ক. ছেলে খ. বর
গ. খাতা ঘ. মালা **উত্তর: গ**

১০. নিচের কোনটি নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ?
ক. চাতকী খ. কুলটা
গ. ব্যঙ্গমা ঘ. পাখি **উত্তর: খ**

১১. শ্বশ্রু এর লিঙ্গান্তর কি হবে?
ক. শাশুড়ি খ. শ্বশুর
গ. ভাসুর ঘ. বউ **উত্তর:খ**

১২. 'নি' প্রত্যয় যোগে কোন শব্দটির লিঙ্গান্তর হয়েছে?
ক. মালিনী খ. চাকরানী
গ. গোয়ালালিনী ঘ. জেলেনি **উত্তর: ঘ**

১৩. ঈ-প্রত্যয় যোগে কোন শব্দটির লিঙ্গান্তর হয়?
ক. সুন্দরী খ. কামারনি
গ. বোধনি ঘ. কাঙালিনী **উত্তর: ক**

১৪. কোনটি পত্নী অর্থে স্ত্রীবাচক শব্দ?
ক. ছাত্রী খ. দাদী
গ. আয়া ঘ. সৎমা **উত্তর:খ**

১৫. খাঁটি বাংলায় পুরুষবাচক শব্দ কোনটি?
ক. মিত্র খ. ডাক্তার
গ. মানব ঘ. বামন **উত্তর: ঘ**

১৬. ঈয়ান এর স্ত্রীবাচক প্রত্যয় কোনটি?
ক. ইয়ানী খ. ঈয়সী
গ. আনী ঘ. ইনী **উত্তর: খ**

১৭. মৎস্য শব্দের লিঙ্গান্তর কি হবে?
ক. মৎস্যি খ. মৎসী
গ. মৎসি ঘ. মৎস্য **উত্তর:খ**

১৮. বানর এর স্ত্রীলিঙ্গ কি হবে?
ক. বানরী খ. বানরণী
গ. বানরি ঘ. বানারী **উত্তর: ক**

১৯. মনুষ্য শব্দের স্ত্রী বাচক শব্দ কি হবে?
ক. মনুষী খ.মনুষ্যি
গ. মানুষী ঘ. মুনষ্যী
উত্তর: ক

২০. কোনটি স্ত্রীলিঙ্গ ভিন্ন শব্দ?
ক. জেলে খ. বিদ্বান
গ. নানা ঘ. কোকিল
উত্তর: খ

২১. কোনটির দুটি পুরুষবাচক শব্দ আছে?
ক. প্রিয়া খ. শিষ্যা
গ.ননদ ঘ. আয়া
উত্তর: গ

২২. কোনটির দুটি স্ত্রীবাচক শব্দ আছে?
ক. শুক খ. বর
গ. পুস্তকী ঘ. গায়ক
উত্তর: খ

২৩. পুস্তক এর লিঙ্গান্তর কি হবে?
ক. পুস্তকি খ. পুস্তিকা
গ. পুস্তকী ঘ. পুস্তীকা
উত্তর: খ

২৪. কোনটি বৃহদার্থক স্ত্রীবাচক শব্দ?
ক. মাতুলানী খ. অরণ্যানী
গ. ভিখারাণী ঘ. কাঙ্গালিনী
উত্তর: খ

২৫. সাধারণ স্ত্রী জাতীয় অর্থে স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি?
ক. খালা খ. মামা
গ. পাগলী ঘ. দাদা
উত্তর: গ

২৬. বাংলায় কতকগুলো তৎসম স্ত্রী-বাচক শব্দের পরে আবার স্ত্রী-বাচক প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। এর উদাহরণ-
ক. মজুরনী খ. ভাগনী
গ. গোপিনী ঘ. ধোবানি
উত্তর: গ

২৭. কোনটির লিঙ্গান্তর হয় না?
ক. সাহেব খ. বেয়াই
গ. কবিরাজ ঘ. সঙ্গী
উত্তর: গ

www.exambd.net

*** শব্দ ও শব্দভান্ডার ***

➲ **শব্দ:** এক বা একাধিক ধ্বনি একত্রিত হয়ে যদি কোনো অর্থ প্রকাশ করে তবে তাকে শব্দ বলে।

➲ **শব্দের শ্রেণিবিভাগ:** গঠনগতভাবে শব্দসমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত যথা- ক) মৌলিক শব্দ ও খ) সাধিত শব্দ।

ক) মৌলিক শব্দ: যেসব শব্দকে ভাঙা বা বিশ্লেষণ করা যায় না এবং যার সঙ্গে কোনো পত্যয়, বিভক্তি বা উপসর্গ যুক্ত থাকে না, তাদের মৌলিক শব্দ বলে। যেমন- মা, বাবা, গোলাপ, ফুল, লাল, পাখি, বই, হাত, আকাশ ইত্যাদি।

খ) সাধিত শব্দ: মৌলিক শব্দ ও ধাতুর সঙ্গে উপসর্গ বা প্রত্যয়যোগ বা সমাসের সাহায্যে যে শব্দ গঠিত হয়, সেগুলোকে সাধিত শব্দ বলে। উদাহরণ: প্রত্যয়যোগ্য- মোগল+ আই= মোগলাই। উপসর্গ যোগে- সু+ নাম= সুনাম। সমাস নিষ্পন্ন তিন ভুবনের সমাহার= ত্রিভুবন ইত্যাদি।

উৎপত্তিগত দিক দিয়ে শব্দকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা। বর্তমান ব্যাকরণ বই অনুযায়ী উৎস অনুযায়ী বাংলা শব্দ ৪ প্রকার।

ক) তৎসম শব্দ: সংস্কৃতি ভাষার যেসব শব্দ পরিবর্তন না হয়ে সরাসরি বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, সেসব শব্দকেই বলা হয় তৎসম শব্দ। যেমন- চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ভবন, ধর্ম, পাত্র, মনুষ্য।

খ) অর্থ- তৎসম শব্দ: যেসব সংস্কৃত শব্দ কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে সেগুলোকে বলা হয় অর্থ- তৎসম। যেমন:- জ্যোৎস্না , জ্যোছনা, শ্রাদ্ধ, ছেরাদ্দ, গৃহিণী, গিন্নী, বৈষ্ণব ইত্যাদি।

গ) তদ্ভব শব্দ:বাংলা ভাষা গঠনের সময় প্রাকৃত বা অপভ্রংশ থেকে যেসব শব্দ পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছিল, সেগুলোকেই বলা হয় তদ্ভব শব্দ। অবশ্য তদ্ভব শব্দের মূল অবশ্যই সংস্কৃত ভাষায় থাকতে হবে। যেমন- সংস্কৃত হস্ত শব্দটি প্রাকৃতকে হত্থ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। আর বাংলায় এসে সেটা আর ও সহজ হতে গিয়ে হয়ে গেছে হাত। তেমনি, চর্মকার, চম্মআর, চামার।

ঘ) দেশি শব্দ: বাংলা ভাষাভাষীদের ভুখণ্ডে অনেক আদিকাল থেকে যারা বাস করতো, সেসব আদিবাসীদের ভাষায় যেসব শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, সেসব শব্দকে বলা হয় দেশি শব্দ। যেমন– কুলা, খোকা, চাঁপা, টোপর, ডাব, ঢেঁকি, কুঁড়ি, চিড়া, মই, চাল, ঢোল, লাউ ইত্যাদি।

ঙ) বিদেশি শব্দ: বিভিন্ন সময়ে বাংলা ভাষাভাষী মানুষেরা অন্য ভাষাভাষীর মানুষের সংস্পর্শে এসে তাদের ভাষা থেকে যেসব শব্দ গ্রহণ করেছে, বাংলা ভাষার শব্দভান্ডারে অন্য ভাষার শব্দ গৃহীত হয়েছে, সেগুলোকে বলা হয় বিদেশি শব্দ। এসব বিদেশি শব্দের মধ্যে আরবি, ফারসি এবং ইংরেজি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

- **আরবি শব্দ:** আল্লাহ, ইসলাম, ইমান, উযু, কুরবানি, কুরআন, কিয়ামত, গোসল, জান্নাত, জাহান্নাম, যাকাত, হজ, হাদিস, হারাম, হালাল, আদালত, আলেম, ইনসান, ইদ, উকিল, ওযর, এজলাস, ইলম, কানুন, কলম, কিতাব, কিচ্ছা, খারিজ, গায়েব, দোয়াত, নগদ, বাকি, মহকুবা, মুক্তার, রায়, আল- রিহলা।
- **ফারসি শব্দ:** খোদা, গুনাহ, দোযখ, নামায, পয়গম্বর, ফেরেশতা, বেহেশত, রোযা, কারখানা, চশমা, জবানবন্দি, তারিখ, তোশক,দফতর, দরবার, দোকান, দস্তখত, দৌলত, নালিশ, বাদশাহ, বান্দা, বেগম, মেথর, রসদ, আদমি, আমাদানি, জানোয়ার, জিন্দা, নমুনা, বদমাশ, রফতানি, হাঙ্গামা।
- **পর্তুগিজ শব্দ:** আনারস, আলপিন, আলমারি, গির্জা, গুদাম, চাবি, পাউরুটি, বালতি।
- **ফরাসি শব্দ:** কার্তুজ, কুপন, ডিপো- রেস্তোরাঁ।
- **ওলন্দাজ শব্দ:** ইস্কাপন,টেক্কা, তুরুপ, রুইতন, হরতন, (তাসের নাম)।
- **গুজরাটি শব্দ:** খদ্দর, হরতাল।
- **পাঞ্জাবি শব্দ:** চাহিদা, শিখ।
- **তুর্কি শব্দ:** বাবা, চাকর, চাকু, তোপ, দারোগা।
- **চিনা শব্দ:** চা, চিনি, লুচি, লিচু, সাম্পান।
- **মায়ানমার/ বর্মি শব্দ:** ফুঙ্গি, লুঙ্গি।
- **জাপানি শব্দ:** রিক্সা,হারিকিরি, সুনামি, হাসনাহেনা।
- **মিশ্র শব্দ:** এছাড়াও আরেকটি বিশেষ ধরনের শব্দ আছে। দুইটি ভিন্ন ধরনের শব্দ সমাসবদ্ধ হয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে একত্রিত হলে ঐ নতুন শব্দটিকে বলা হয় মিশ্র শব্দ। এক্ষেত্রে যে দুইটি শব্দ মিলিত হলো, তাদের শ্রেণিবিভাগ চিনতে পারাটা খুব জরুরি। যেমন-

  রাজা - বাদশা (তৎসম+ ফারসি)
  হাট- বাজার (বাংলা + ফারসি)
  হেড- মৌলভী (ইংরেজী+ ফারসি)
  হেড- পণ্ডিত (ইংরেজি+ তৎসম)
  ডাক্তারখানা (ইংরেজি+ ফারসি)
  খ্রিষ্টাব্দ (ইংরেজী+ তৎসম)

www.exambd.net

অর্থগতভাবে শব্দসমূহকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়:

- **যৌগিক শব্দ:** যে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত তথ্য ও ব্যবহারিক অর্থ একই রকম সেগুলোকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন:- মধুর, গায়ক, কর্তব্য, বাবুয়ানা, রাধুনি, দৌহিত্র, চিকামারা, পিতৃহীন, চালক, পাঠক , পাগলামি ইত্যাদি।
- **রূঢ়/ রুঢ়ি:** যে শব্দ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগ মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য কোনো বিশিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে, তাকে রূঢ়ি শব্দ বলে। যেমন- তৈল, ভাজ, সন্দেশ, গবেষণা, রাখাল, প্রবীণ, শ্বশুর, দারুণ, হরিণ ইত্যাদি।
- **যোগরূঢ় শব্দ:** সমাস নিষ্পন্ন যে সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোনো বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে। রাজপুত বলতে রাজার পুত্র না বুঝিয়ে জাতিবিশেষ (ভারতের সুশান্ত সিং রাজপুত) বোঝায়। যেমন- রাজপুত্র, পঙ্কজ, সরোজ, জলধি ইত্যাদি।

***নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ(MCQ) দেওয়া হলো:-

১. **'হরতাল' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? [৪৪ তম বিবিএস]**
ক)তুলা খ)শুকনো
গ)পড়িল ঘ)সহিত **উত্তর:-খ**

২. **কোনটি 'জিগীষা'র সম্প্রসারিত প্রকাশ? [৪৪ তম বিবিএস]**
ক)জানিবার ইচ্ছা
খ) জয় করিবার ইচ্ছা
গ)হনন করিবার ইচ্ছা
ঘ) যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা **উত্তর:-খ**

৩. **নিচের কোনটি তৎসম শব্দ? [৪৪ তম বিসিএস]**
ক)পছন্দ খ) হিসাব
গ) ধূলি ঘ) শৌখিন **উত্তর:-গ**

৪. **শুদ্ধ বানান কোনটি? [খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক ২০২১]**
ক)আনুষাঙ্কিক খ)আনুসাঙ্গিক
গ)আনুস্বাঙ্কিক ঘ) আনুষঙ্গিক **উত্তর:-ঘ**

৫. **'লুঙ্গি' শব্দটি এসেছে কোন ভাষা থেকে? [খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ- খাদ্য পরিদর্শক ২০২১]**
ক)বিহারী খ) উর্দু
গ)কামরূপী ঘ) বর্মি **উত্তর:-ঘ**

৬. **কোনটি খাঁটি বাংলা শব্দ? [খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ- খাদ্য পরিদর্শক২০২১]**
ক)সোপান খ) সমর্থ
গ) সোল্লাস ঘ) সওয়ার **উত্তর:-খ**

৭. **'বাবা' কোন ভাষার অন্তগর্ত শব্দ? [৪২তম বিসিএস]**
ক)তৎসম খ) তদ্ভব
গ)ফারসি ঘ)তুর্কি **উত্তর:-ঘ**

৮. **'আসমান' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? [৪৩ তম বিসিএস]**
ক)পর্তুগিজ খ)ফরাসি
গ)আরবি ঘ)তুর্কি **উত্তর:-খ**

৯. **নিচের কোনটি চলতি রীতির শব্দ ? [প্রাথমিক সহকারি শিক্ষক ২০১৮]**
ক)তুলা খ)শুকনো
গ)পড়িল ঘ)সহিত **উত্তর:-খ**

১০. **'চকোলেট' কোন ভাষার শব্দ? [দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ- সহকারী পরিচালক/কোন পরিদর্শক ২০২০]**
ক)ইতালীয় খ) পর্তুগিক
গ) বার্মিজ ঘ) মেক্সিকান **উত্তর:-ঘ**

১১. **'বেটাইম' শব্দটি গঠিত হয়েছে-**
ক)ফারসি ও ইংরেজি শব্দ
খ) ফরাসি ও ইংরেজী শব্দে
গ) ফারসি ও ফারসি শব্দে
ঘ) সংস্কৃত ও ইংরেজী শব্দে **উত্তর:-ক**

১২. **নিচের কোনটি পর্তুগিজ শব্দ? [কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০২০]**
ক) আদালত খ)ইউনিয়ন
গ) আনারস ঘ) গোসল **উত্তর:-গ**

১৩. **রূঢ়ি শব্দের উদাহরণ হলো-[শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের হিসাবরক্ষক অফিস সহায়ক ২০২১]**
ক)দৌহিত্র খ)জলধি
গ)প্রবীণ ঘ) মধুর **উত্তর:-গ**

১৪. **'গুদাম' শব্দটি কোন বিদেশি ভাষা থেকে আগত?**
ক)ফারসি খ)ফরাসি
গ) পর্তুগিজ ঘ)ওলন্দাজ **উত্তর:-গ**

১৫. **কোনটি রূঢ়ি শব্দের উদাহরণ?**
ক)নাবিক খ)দৌহিত্র
গ)তৈল ঘ)নায়ক **উত্তর:-গ**

১৬. **'সবুজ' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ-[খাদ্য অধিদপ্তরের উচ্চমান সহকারী ২০২১]**
ক)ফারসি খ)দেশি
গ)সংস্কৃত ঘ)তদ্ভব **উত্তর:-ক**

১৭. **'হরতাল' কোন ভাষার শব্দ?**
ক)বাংলা খ) আসামী (অসমিয়া)
গ) গুজরাটি ঘ)জাপানি **উত্তর:-গ**

১৮. **'উনুন' শব্দটি কোথা থেকে এসেছে? [মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ক্যাশিয়ার/স্টোর কিপার ২০২১]**
ক)তৎসম খ)সংস্কৃত
গ)অর্থতৎসম ঘ)তদ্ভব **উত্তর:-ঘ**

www.exambd.net

*** দ্বিরুক্ত শব্দ ***

➲ **প্রশ্ন: দ্বিরুক্ত শব্দ কাকে বলে? উত্তর:**-দ্বিরুক্ত অর্থ দুবার উক্ত হয়েছে এমন। বাংলা ভাষায় কোনো কোনো শব্দ, পদ বা অনুকার শব্দ একবার ব্যবহার করলে যে অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলোকে দুইবার ব্যবহার করলে অন্য কোনো সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে। এ ধরনের শব্দের পরস্পর দুই বার ব্যবহৃত হলে তাকে দ্বিরুক্ত শব্দ বলে।

➲ **প্রশ্ন: শব্দাদ্বিত্ব কাকে বলে? উত্তর:**-অভিন্ন বা সামান্য পরিবর্তিত চেহারায় কোনো শব্দ পরপর দুইবার ব্যবহৃত হলে তাকে শব্দদ্বিত্ব বলে। শব্দদ্বিত্ব তিন প্রকার। যথা-অনুকার দ্বিত্ব, ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব।

শব্দের দ্বিরুক্তি/ দ্বিত্ব:

ক. একই শব্দ দুইবার ব্যবহার করা হয় এবং শব্দ দুটি অবিকৃত থাকে। যেমন: ভাল ভাল ফল, ফোঁটা ফোঁটা পানি, বড় বড় বই ইত্যাদি।
খ.একই শব্দের সঙ্গে সমার্থক আর একটি শব্দ যোগ করে ব্যবহৃত হয়। যেমন: ধন- দৌলত, খেলা, লালন- পালন, খোঁজ- খবর ইত্যাদি।
গ.দ্বিরুক্ত শব্দ জোড়ার দ্বিতীয় শব্দটির আংশিক পরিবর্তন হয়। যেমন:- মিট- মাট, বকা- ঝকা, তোড়- জোড়, গল্প- সল্প ইত্যাদি।
ঘ. সমার্থক বা বিপরীতার্থক শব্দযোগ। যেমন: লেন- দেন, দেনা- পাওনা, টাকা- পয়সা, ইত্যাদি।

১. বিশেষ্য পদের বিশেষণ রূপ:

- আধিক্য বোঝাতে : রাশি রাশি ধন, ধামা ধামা ধান।
- সামান্য বোঝাতে : আমি আজ জ্বর জ্বর বোধ করছি।
- ধারাবাহিকতা বোঝাতে : তুমি দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্চে।
- ক্রিয়া বিশেষণ : ধীরে ধীরে যায়, ফিরে ফিরে চায়।
- আগ্রহ বোঝাতে : ও দাদা দাদা বলে কাঁদছে।
- অনুরূপ কিছু বোঝাতে : তার সঙ্গী সাথী কেউ নেই।

২. বিশেষণের বিশেষ্য রূপ:

- আধিক্য বোঝাতে : ভাল ভাল আম নিয়ে এসো। ছোট ছোট ডাল কেটে ফেল।
- সামান্য বোঝাতে : উড়ু উড়ু ভাব। কাল কাল চেহারা।
- তীব্রতা বোঝাতে : গরম গরম জিলাপি। নরম নরম হাত।

৩. সর্বনাম শব্দ:

ক. আধিক্য বোঝাতে :সে সে লোক গেল কোথায়? কে কে এল? কেউ কেউ বলে।

৪.ক্রিয়াবাচক শব্দ

- বিশেষন রূপ : এ দিকে রোগীর তো যায় যায় অবস্থা।
- স্বল্পকাল স্থায়ী বোঝাতে : দেখতে দেখতে আকাশ কাল হয়ে এলো
- ক্রিয়া বিশেষণ : দেখে দেখে যেও। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনলে কীভাবে।
- পৌনঃপুনিকথা বোঝাতে : ডেকে ডেকে হয়রান হয়েছি।

৫.অব্যয়ের দ্বিরুক্তি/ দ্বিত্ব:

- ভাবের গভীরতা বোঝাতে : ছি ছি, তুকি কী করেছ? তার দুঃখ দেখে সবাই হায় হায় করতে লাগল।
- খ. অনুভূতি বোঝাতে : ভয়ে গা হুম হুম করছে। ফোঁড়াটা টন টন করছে।
- গ.বিশেষণ বোঝাতে : পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটির মিটির।
- ঘ. ধ্বনিব্যঞ্জনা : ঝির ঝির করে বাতাস বইছে। বৃষ্টি পড়ে টাপুর টাপুর।

➲ **যুগ্মরীতিতে দ্বিরুক্ত/ দ্বিত্বশব্দের গঠন:**

- একই শব্দ ঈষৎ পরিবর্তন করে দ্বিরুক্ত শব্দ গঠনের রীতিতে বলে যুগ্মরীতি। যেমন:-
- শব্দের আদি স্বরের পরিবর্তন করে :চুপচাপ, মিটমিট, জারিজুরি।
- শব্দের অন্ত্যস্বরের পরিবর্তন করে : মারামারি, হাতাহাতি, সরাসরি।
- দ্বিতীয়বার ব্যবহারের সময় ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন: ছটফট, নিশপিশ ভাটটাত।

➲ **ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি/ দ্বিত্ব:** কোনো কিছুর স্বাভাবিক বা কাল্পনিক অনুকৃতিবিশিষ্ট শব্দের রূপকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। কোনো প্রাকৃতিক ধ্বনির অনুকরণে যেসব শব্দ তৈরি হয়, সেগুলোকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। এ জাতীয় ধ্বন্যাত্মক শব্দের দুইবার প্রয়োগের নাম ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি। ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি দ্বারা বহুত্ব, আধিক্য ইত্যাদি বোঝায়। যেমন- সাঁ সাঁ করে তরিগুলো ছুটে যাচ্ছে। ফোড়া টনটন করে। সাঁ সাঁ করে তিরগুলো ছুটে যাচ্ছে। ফোড়া টনটন করে। গা হুমহুম করে।

➲ **কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক দ্বিতের উদাহরণ:**
কুট কুট, কোঁত কোঁত, কুটুস- কুটুস, খক খক, খুটুর-খুটুর, টুং টুং, ঠুক ঠুক, ঝমঝম, টসটস, থকথকে, ফুসুর ফুসুর ইত্যাদি।

✍ মানুষের ধ্বনির অনুকার: ভেউ ভেউ- মানুষের উচ্চস্বরে কান্নার ধ্বনি ট্যা ট্যা, হি হি।

✍ জীবনজন্তুর ধ্বনির অুনকার: ঘেউ ঘেউ- কুকুরের ধ্বনি। মিউ মিউ- বিড়ালের ডাক, কুহু কুহু- কোকিলের ডাক, কা কা- কাকের ডাক ইত্যাদি।

✍ বস্তুর ধ্বনির অনুকার: ঘচাঘচ-ধান কাটার শব্দ। মড় মড়- গাছ ভাঙার শব্দ, ঝম ঝম- বৃষ্টি পড়ার শব্দ, হু হু- বাতাসের প্রবাহের শব্দ ইত্যাদি।

✍ অনুভূতিজাত কাল্পনিক ধ্বনির অনুকার: কুট কুট- শরীরে কামড় লাগার মতো অনুভূতি। ঝিকিমিক-ঔজ্জ্বল্য, ঠা ঠা- রোদের তীব্রতা। এরূপ ; মিন মিন পিট পিট ঝি ঝি ইত্যাদি।

➲ **পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব:** পুনরায় আবৃত্ত হলে তাকে পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব বলে। পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব বিভক্তিহীন বা বিভক্তিযুক্ত হতে পারে। যেমন: জ্বর জ্বর, পর পর, কবি কবি, হাতে, হাতে, কথায় কথায়, জোরো জোরে ইত্যাদি।

*** পদ ও পদ প্রকরণ ***

➲ **পদ:** বাক্যে প্রতিটি শব্দকে পদ বলে। অর্থাৎ বিভক্তিযুক্ত শব্দকেই পদ বলে। যখন পর্যন্ত কোনো শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হচ্ছে না, তখনো সেটি কোনো পদ নয়। কোন শব্দ কোন পদ হবে তা নির্ভর করে বাক্যে কীভাবে ব্যবহৃত হলো তার ওপর। তাই কোনো শব্দকে আগেই বিশেষ্য বা বিশেষণ বলে দেওয়া ঠিক নয়।

➲ **প্রকারভেদ:** পদ মোট ৫ প্রকার যথা- ১. বিশেষ্য ২.বিশেষণ ৩.সর্বনাম ৪. ক্রিয়া ৫.অব্যয়।

➲ **বিশেষ্য পদ:** কোনোকিছুর নামকেই বিশেষ্য বলে। যে পদ কোনো ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণী, সমষ্টি, স্থান, কাল,ভাব ইত্যাদির নাম বোঝায়, তাকে বিশেষ্য পদ বলে। বিশেষ্য পদ ৬ প্রকার।

১. **নামবাচক বা সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য:**
ক) **ব্যক্তির নাম:** নজরুল, উমর, আনিস, মাইকেল।
খ) **ভৌগোলিক স্থানের নাম:** ঢাকা, দিল্লি,লন্ডন, মক্কা।
গ) **ভৌগোলিক নাম** (নদী, পর্বত, সমুদ্র ইত্যাদির নাম) মেঘনা, হিমালয়, আরব সাগর।
ঘ) **গ্রন্থের নাম:** গীতাঞ্জলি, অগ্নিবীণা, দেশে- বিদেশে, বিশ্বনবী ইত্যাদি।
২) **জাতিবাচক বিশেষ্য:** (এক জাতীয় প্রাণী বা পদার্থের নাম) মানুষ,গরু, গাছ, পাখি, নদী, ইংরেজ।
৩) **বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য:** বই, খাতা, কলম,থালা,বাটি, মাটি, চাল, চিনি, লবণ ইত্যাদি।
৪) **সমষ্টিবাচক বিশেষ্য:** (ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টি): সভা, জনতা, মাহফিল, ঝাঁক, বহর দল।
৫) **ভাববাচক বিশেষ্য:** (ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব বা কাজের নাম বোঝায়): গমন, শয়ন, দর্শন,ভোজন, দেখা, শোনা, যাওয়া, শোয়া।
৬) **গুণবাচক বিশেষ্য:** মধুরতা, তারল্য, তিক্ততা, তারুণ্য, সৌরভ, স্বাস্থ্য, যৌবন, সুখ, দুঃখ।

◆ **বিশেষণ পদ:** যে পদ বাক্যের অন্য কোনো পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদির প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ পদ বলে। বিশেষণ পদ ২ প্রকার নাম বিশেষণ ও ভাব বিশেষণ।

১. **নাম বিশেষণ:** যে বিশেষণ পদ কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষায়িত করে,অর্থাৎ অন্য কোনো পদ সম্পর্কে কিছু বলে,তাকে নাম বিশেষণ বলে। যেমন-
✍ **বিশেষ্যের বিশেষণ:** নীল আকাশ আর সবুজ মাঠের মাঝ দিয়ে একটি ছোট পাখি ওড়ে যাচ্ছে।
✍ **সর্বনাম বিশেষণ:** সে রূপবান ও গুণবান।

২. **ভাব বিশেষণ:** যে বিশেষণ পদ বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ছাড়া অন্য কোনো পদকে বিশেষায়িত করে, অর্থ্যাৎ অন্য কোনো পদ সম্পর্কে কিছু বলে, তাকে ভাব বিশেষণ বলে। ভাব বিশেষণ ৪ প্রকার যথা:-

◆ **ক্রিয়া বিশেষণ:** ধীরে ধীরে বায়ু বয়। পরে একবার এসো।

◆ **বিশেষণের বিশেষণ:** কোনো বিশেষণ যদি অন্য একটি বিশেষণকে বিশেষায়িত করে,তাকে বিশেষণের বিশেষণ বলে।

www.exambd.net

- **নাম বিশেষণের বিশেষণ:** সামান্য একটু দুধ দাও। এ ব্যাপারে যে অতিশয় দুঃখিত।
- **ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ:** রকেটটি অতি দ্রুত চলে।

৩. **বিশেষের অতিশায়ন:** বিশেষণ পদ যখন দু ইবা ততোধিক বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের মধ্যে তুলনা বোঝায়, তখন তাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলে। বাংলা ভাষায় খাঁটি বাংলা শব্দের বা তদ্ভব শব্দের এক রকম অতিশায়ন প্রচলিত আছে, আবার তৎসম শব্দে সংস্কৃত ভাষার অতিশায়নের নিয়ম ও প্রচলিত আছে।

❑ **বাংলা শব্দের বা তদ্ভব শব্দের অতিশায়ন:**

- দুয়ের মধ্যে অতিশায়ন বোঝাতে দুইট বিশেষ্য বা সর্বনামের মাঝে চাইতে, হইতে, হাতে, চেয়ে, অপেক্ষা ইত্যাদি ব্যবহৃতহ হয় । প্রায়ই প্রথম বিশেষ্যটির সঙ্গে ষষ্ঠী বিভক্তি (র, এর) যুক্ত হয়। যেমন- গরুর থেকে ঘোড়ার দাম বেশি, বাঘের চেয়ে সিংহ বলবান।
- দুয়ের মধ্যে অতিশায়নে জোর দিতে গেলে মূল বিশেষণের আগে অনেক, অধিক, বেশি, অল্প, কম , অধিকতর ইত্যাদি শব্দ যোগ করতে হয়। যেমন- পদ্মাফুল গোলাপের চাইতে বেশি সুন্দর, কমলার চাইতে পাতিলেবু অল্প ছোট।
- উহুর মধ্যে অতিশায়নে বিশেষণের পূর্বে সবচাইতে, সর্বাপেক্ষা, সব থেকে, সবচেয়ে, সর্বাধিক, ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন: তোমাদের করিম সবচেয়ে বুদ্ধিমান, পশুর মধ্যে সিংহ সর্বাপেক্ষা বলবান।

❑ **অব্যয়ের প্রকারভেদ: অব্যয় পদ মূলত ৪ প্রকার:**

১. **সমুচ্চয়ী অব্যয়:** যে অব্যয় পদ একাধিক পদের বা বাক্যাংশের বা বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে, তাকে সমুচ্চয়ী অব্যয় বলে। এই সম্পর্কে সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন যেকোনটিই হতে পারে। একে সমুচ্চয়ী অব্যয় বলে।

➲ **সংযোজক অব্যয়:** উচ্চপদ ও সামাজিক মর্যাদা সকলেই চায়। উচ্চপদ, সামাজিক মর্যাদা- দুটোই চায়। তিনি সৎ তাই সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে'। বাক্য দুটির মধ্যে সংযোজন ঘটিয়েছে। এরকম-ও, আর, তাই, সুতরাং ইত্যাদি।

➲ **বিয়োজন অব্যয়:** সুমন কিংবা হাসান এই কাজ করেছে। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। এরকম- কিংবা, অথবা, শরীর পাতন ইত্যাদি।

➲ **সংকোচন অব্যয়:** তিনি শিক্ষিত, কিন্তু অসৎ। এরকম কিন্তু, বরং, তথাপি ইত্যাদি।

২. **অনন্বয়ী অব্যয়:** যেসব অব্যয় পদ নানা ভাব বা অনুভূতি প্রকাশ করে,তাদেরকেকে অনন্বয়ী অব্যয় বলে।

৩. **অনুসর্গ অব্যয়:** যেসব অব্যয় শব্দ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বিভক্তির কাজ করে এবং কারকবাচকতা প্রকাশ করে তাকে অনুসর্গ অব্যয় বলে।

৪. **অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়:** বিভিন্ন শব্দ বা প্রাণীর ডাককে অনুকরণ করে যেসব অব্যয় পদ তৈরি করা হয়েছে। তাদেরকে অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বলে।

❑ **কিছু বিশেষ অব্যয়:**

- **অব্যয় বিশেষণ:** কোনো অব্যয় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বিশেষণের কাজ করলে তাকে অব্যয় বিশেষণ বলে।
- **নাম বিশেষণ:** অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।
- **ক্রিয়া বিশেষণ:** আবার যেতে হবে।
- **বিশেষণীয় বিশেষণ:** রকেট অতি দ্রুত চলে।
- **নিত্য সম্বন্ধীয় বিশেষণ:** কিছু কিছু যুগ্ম অব্যয় আছে, যারা বাক্যে একসাথে ব্যবহৃত হয় এবং তাদের একটির অর্থ আরেকটির ওপর নির্ভর করে। এদের নিত্য সম্বন্ধীয় বিশেষণ বলে। যেমন: যথা- তথা, যত-তত, যখন- তখন ইত্যাদি।

***নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ(MCQ) দেওয়া হলো:

১. **'কল কল রবে নদী বইছে।' এখানে 'কল কল' কেন অব্যয়? [প্রাথমিক সহকারি শিক্ষক ২০২২ (১ম পর্যায়)]**
ক)সমুচ্চয়ী খ)অনুসর্গ
গ)অনন্বয়ী ঘ)অনুকার **উত্তর:ঘ**

২. **'রাশি রাশি ভারা ধান কাটা হলে সারা' এখানে 'রাশি রাশি'- [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০২০ (২য় পর্যায়)]**
ক) সমষ্টিবাচক বিশেষ্য
খ) নির্ধারণ বিশেষণ
গ) সাপেক্ষ সর্বনাম
ঘ) অনুকার অব্যয় **উত্তর:খ**

৩. **'সভয়ে লোকটি বলল, বাঘ আসছে।' এখানে 'সভয়ে' পদটি কোন বিশেষণের উদাহরণ? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০২০ (২য় পর্যায়)]**
ক)ক্রিয়া বিশেষণ
খ) বিশেষণের বিশেষণ
গ) নাম বিশেষণ
ঘ) বিশেষ্যের বিশেষণ **উত্তর:ক**

৪. 'তাজা মাছ' কোন বিশেষণ? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০২০ (৩য় পর্যায়)]
ক) রূপবাচক খ) অংশবাচক
গ)অবস্থাবাচক ঘ) গুণবাচক **উত্তর:গ**

৫. চাউল, চিনি, পানি- এগুলো কী বাচক বিশেষ্য? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৯ (১ম ধাপ)]
ক) বস্তুবাচক খ) সমষ্টিবাচক
গ) ব্যক্তিবাচক ঘ) জাতিবাচক **উত্তর:ক**

৬. 'আমি, আমরা'- এগুলো কোন সর্বনাম পদ? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৯ (২য় ধাপ)]
ক)ব্যতিহারিক খ)সাকুল্যবাক
গ) আত্মবাচক ঘ) ব্যক্তিবাচক **উত্তর:ঘ**

৭. 'সূর্য উঠলে আঁধার দূরীভূত হয়'- এখানে ' উঠলে' কোন ক্রিয়া পদ? [প্রাথমিক শিক্ষক সহকারী ২০১৯ (৩য় ধাপ)]
ক)প্রযোজ্য খ) অসমাপিকা
গ) প্রযোজক ঘ) সমাপিকা **উত্তর:খ**

৮. সর্বজন এর বিশেষণ কী? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৯ (৩য় ধাপ)]
ক) বিশজন খ) সর্বজনীন
গ) ঐশ্বরিক ঘ) বিশ্বজনীন **উত্তর:খ**

৯. 'রি রি করা' দিয়ে কি প্রকাশ পায়? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৯ (৩য় ধাপ)]
ক)কড়া মেজাজ খ) তীব্র ক্রোধ
গ) তীব্য ব্যাথা ঘ) কড়া কথা **উত্তর:খ**

১০. কোনটি অনুজ্ঞা প্রকাশক? [প্রাথমিক শিক্ষক ২০১৯ (৩য় ধাপ)]
ক) তুমি যাচ্ছিলে খ) তুমি গিয়েছিলে
গ) তুমি যাচ্ছ ঘ) তুমি যাও **উত্তর:ঘ**

১১. 'লোকটি দরিদ্র কিন্তু সৎ' এ বাক্য কিন্তু হলো- [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৯ (৩য় ধাপ)]
ক)সংকোচন অব্যয় খ) সংযোজন অব্যয়
গ) অনন্বয়ী অব্যয় ঘ) অনুকার অব্যয় **উত্তর:ক**

১২. 'সুন্দর মাত্রই একটা আকর্ষণ শক্তি আছে।' বাক্য 'সুন্দর' শব্দটি কোন পদ? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৯ (৩য় ধাপ)]
ক) বিশেষ্য
খ) বিশেষণ
গ) বিশেষ্যের বিশেষণ
ঘ) ক্রিয়া বিশেষণ **উত্তর:ক**

১৩. 'মেঘলা' কি ধরনের শব্দ? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৯ (৩য় ধাপ)]
ক) বিশেষ্য
খ)বিশেষণ
গ) বিশেষ্যের বিশেষণ
ঘ) ক্রিয়া বিশেষণ **উত্তর:খ**

১৪. 'বাড়ি গিয়ে তাকে পাওয়া যায়নি'- এ বাক্য 'গিয়ে' কোন ক্রিয়া? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৯ (৪র্থ ধাপ)]
ক) অসমাপিকা খ) সমাপিকা
গ) দ্বিকর্মক ঘ) প্রযোজন **উত্তর:ক**

১৫. 'তার হাতের লেখা খুব ভালো'- এখানে 'খুব' কী পদ? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৯ (৪র্থ ধাপ)]
ক) ক্রিয়া খ) বিশেষ্য
গ) অব্যয় ঘ) বিশেষণ **উত্তর:ঘ**

১৬. 'এত অল্প টাকার মাস চলে না'- এখানে 'চলা কোন অর্থ প্রকাশ করে? [প্রাথমিক সহকারি শিক্ষক ২০১৯ (৪র্থ ধাপ)]
ক)সময় দেয়া খ) প্রচলিত হওয়া
গ) অবলম্বন করা ঘ) সংকুলার হওয়া **উত্তর:ঘ**

১৭. 'বাবুল পড়ে' এ বাক্যে 'পড়ে' কোন ক্রিয়া? [প্রাথমিক সহকারি শিক্ষক ২০১৯ (৪র্থ ধাপ)]
ক)সকর্মক খ) সমাপিকা
গ) অসমাপিকা ঘ) অকর্মক **উত্তর:গ**

১৮. 'মা খোকাকে চাঁদ দেখাচ্ছে'-এ বাক্যে 'দেখাচ্ছে' কোন ক্রিয়া? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৯ (৪র্থ ধাপ)]
ক)দ্বিকর্মক খ) প্রযোজক
গ) অসমাপিকা ঘ) সমাপিকা **উত্তর:খ**

১৯. সংযোগজ্ঞাপন সর্বনাম কোনটি? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৮ (২০ জেলা)]
ক)কিছু খ) স্বয়ং
গ) যে ঘ) তাবৎ **উত্তর:গ**

২০. সে এখন যাবে না। এই বাক্যে 'না' কোন পদ? [জাতীয় গেয়েন্দা নিরাপত্তা সংস্থা- এর ফিল্ড অফিসার ২০২১]
ক) বিশেষণ খ) অব্যয়
গ) ক্রিয়া বিশেষণ ঘ) অনুসর্গ **উত্তর:খ**

২১. 'এ যে আমাদের চেনা লোক'- বাক্যে 'চেনা' কেন পদ?
ক)বিশেষ্য খ) অব্যয়
গ) ক্রিয়া ঘ) বিশেষণ **উত্তর:ঘ**

২২. 'হাঁড়ি হাঁড়ি সন্দেশ'- এখানে কোন কোন পদযোগ বহুবচন হয়েছে? [খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ- খাদ্য পরিদর্শক ২০২১]
ক)বিশেষ্য ও বিশেষণ
খ) বিশেষণ ও ক্রিয়া
গ) বিশেষ্য ও বিশেষ্য
ঘ) বিশেষণ ও বিশেষণ **উত্তর:ক**

২৩. ছোটটি কোথায় ? বাক্য ছোট শব্দের শেষে 'টি'- এর ব্যাকরণিক পরিচয় কী? [খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ- খাদ্য পরিদর্শক ২০২১]
ক) পদাশ্রিত নির্দেশক খ) অনুসর্গ
গ) বিভক্তি ঘ) শব্দ পত্যয় **উত্তর:ক**

২৪. নিচের কোনটি সকর্মক ক্রিয়ার উদাহরণ? [বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃক এর নিরাপত্তা অপারেটর ২০২০]
ক) সে ঘুমায় খ) সে লিখছে
গ) সে বই পড়তাছে ঘ) রিপা হাসছে **উত্তর:গ**

২৫. 'জন্ম শব্দের বিশেষণ? [বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃক এর নিরাপত্তা অপারেটর ২০২১]
ক) জীবন খ) জাত
গ) বংশ ঘ) জাতি **উত্তর:খ**

www.exambd.net

২৬. 'তিনি শিক্ষিত অথচ সৎ ব্যক্তি নন' এ বাক্যে 'অথচ' হলো- [শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কম্পিউচাপর এন্ট্রি অপারেটর ২০২১]
ক) সংযোজক অব্যয় খ) বিয়োজক অব্যয়
গ)সংকোচক অব্যয় ঘ) অনন্বয়ী অব্যয় **উত্তর:গ**

২৭. 'এক ঘুম ঘুমিয়েছি' কিসের উদাহরণ? [মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ক্যাশিয়ার/ স্টোর কিপার ২০২১]
ক) প্রযোজক কর্তা খ) অসমসাপিকা ক্রিয়া
গ) সমধাতুজ ক্রিয়া ঘ) সমধাতুজ কর্ম **উত্তর:ঘ**

২৮. যৌগিক ক্রিয়ার উদারহণ কোনটি? [খাদ্য অধিদপ্তরের উচ্চমান সহকারী ২০২১]
ক) অজগরটি ফোসাচ্ছে
খ)তরকারি বাসি হলে টক
গ) সাইরেন বেজে উঠল
ঘ) মাধা ঝিম ঝিম করছে **উত্তর:গ**

২৯. 'বাবা বাড়ি নেই'- এ বাক্যে 'নেই' কোন পদ?
ক) বিশেষ্য খ)বিশেষণ
গ)সর্বনাম ঘ)ক্রিয়া **উত্তর:গ**

৩০. 'লাজ' শব্দটি কোন পদ?
ক)বিশেষ্য খ) বিশেষণ
গ) বিশেষণের বিশেষণ ঘ) ক্রিয়া **উত্তর:ঘ**

৩১. বিশেষ্য পদ নয় কোনটি? [বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান সহকারী ২০২০]
ক) হিমালয় খ) গীতাঞ্জলি
গ) স্বয়ং ঘ) পর্বত **উত্তর:গ**

৩২. কোন বাক্যে সুমচয়ী অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে? [পরিসংখ্যান ব্যুরোর থানা পরিসংখ্যানবিদ ২০২০]
ক)ধন অপেক্ষা মান বড়
খ) তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না
গ) ঢং ঢং বাজনা বাজে
ঘ) লেখাপড়া কর না নতুবা ফেল করবে **উত্তর:ঘ**

৩৩. কৃষক হলে ও তার আছে রাশি রাশি ধন-বাক্যে 'রাশি রাশি' কৌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [বাংলাদেশ অর্থনেতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ এর সহকারী ব্যবস্থাপক ২০২০]
ক) সামান্য খ) গভীরতা
গ) আধিক্য ঘ) তীব্রতা **উত্তর:গ**

৩৪. 'নানা নাতিকে চাঁদ দেখাচ্ছে' এ- বাক্যে কোনটি প্রযোজ্য কর্তা? [বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সহকারী পরিচালক ২০২০]
ক) নানী খ) চাঁদ
গ) নাতি ঘ) দেখাচ্ছে **উত্তর:গ**

৩৫. বুনো শব্দটির অর্থ কী? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর উপ সহকারী প্রকৌশলী ২০২০]
ক) বিশেষ্য খ)বিশেষণ
গ)অব্যয় ঘ) কোনোটিই নয় **উত্তর: খ**

৩৬. বিশেষ্য পদ নয় কোনটি? [পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান সহকারী ২০২০]
ক)হিমালয় খ) গীতাঞ্জলি
গ) স্বয়ং ঘ) পর্বত **উত্তর:গ**

৩৭. বাক্যের অপরিহার্য শব্দ কোনটি? [পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যানবিদ ২০২০]
ক) নামপদ খ) ক্রিয়াপদ
গ) কর্মপদ ঘ) কর্তৃপদ **উত্তর:খ**

৩৮. 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' এখানে 'কিংবা' হলো - [শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কম্পিউটার অপারেটর ২০২১]
ক)সংকোচক অব্যয়
খ) অনন্বয়ী অব্যয়
গ) সংযোজক অব্যয়
ঘ) বিয়োজক অব্যয় **উত্তর:ঘ**

৩৯. জাতিবাচক বিশেষ্যের দৃষ্টান্ত-
ক)সমাজ খ) পানি
গ) মিছিল ঘ) নদী **উত্তর:ঘ**

*** বাক্য প্রকরণ ***

➲ **বাক্য কাকে বলে?**

➤ **উত্তর:** যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, তাকে বাক্য বলে। যেমন: সজল ও লতা বই পড়ছে।

➲ সাধারণ বাক্যের প্রধান অংশ তিনটি যথা:- কর্তা, কর্ম, ও ক্রিয়া। বাক্যের ক্রিয়াকে যে চালায়, সে হলো কর্তা। যাকে অবলম্বন করে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে বলে কর্ম। আর বাক্যের মধ্যে যে অংশ দিয়ে কোনো কিছু করা , ঘটা বা হওয়া বোঝায় তাকে বলে ক্রিয়া বলে। যেমন- সজল ও লতা বা পড়ে।

➲ **প্রশ্ন বাক্য কয়টি অংশ বিভক্ত?**

➤ **উত্তর:-** প্রতিটি বাক্যের প্রধানত দুটি অংশ থাকে। যথা- ১. উদ্দেশ্য ২. বিধেয়।
উদ্দেশ্য: বাক্যের যে অংশে কাউকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয়, তাকে উদ্দেশ্য বলে।

বিধেয়: উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয় তাকে বিধয় বলে। যেমন:- খোক এখন বই পড়ছে। এখানে 'খোকা' হলো উদ্দেশ্য এবং 'বই পড়ছে' হলো বিধায়।

➲ **সার্থক বাক্যের কয়টি গুণ থাকা আবশ্যক?**

➲ **উত্তর:-** একটি সার্থক বাক্যের তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক যথা:

১.আকাঙ্ক্ষা: বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছে, তাই আকাঙ্ক্ষা।

২.আসত্তি: বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুদৃঙ্খল পদবিন্যাসই আসত্তি। যেমন: স্কুলে আমি খেয়ে যাবো ভাত। এ বাক্যো পদগুলো সঠিকভাবে বিন্যস্ত না হওয়ার বক্তার মনোভাব স্পষ্ট বোঝা যায় না। কিন্তু ' আমি ভাত খেয়ে স্কুলে যাবো' বললে বক্তার মনোভাব পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। সুতরাং বাক্যটি আসত্তিসম্পন্ন।

৩. যোগ্যতা: বাক্যস্থিত পদসমূহের অন্তগর্ত এবং ভাবগত মিলবন্ধনের নাম যোগ্যতা। যেমন- বর্ষার বৃষ্টিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়। এটি একটি যোগ্যতা সম্পন্ন বাক্য। কিন্তু 'বর্ষার রৌদ্র প্লাবনের সৃষ্টি করে' এটি ভাবপ্রকাশের যোগ্যতা হারিয়েছে। কারণ, রৌদ্র প্লাবন সৃষ্টি করে না। শব্দের যোগ্যতার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জড়িত থাকে।

ক.রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা: প্রকৃতি ও প্রত্যয়জাত অর্থে শব্দ সর্বদা ব্যবহৃত হয়। যোগ্যতার দিক থেকে রীতিসিদ্ধ অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে কতগুলো শব্দ ব্যবহার করতে হয়ে যেমন:

শব্দ	রীতিসিদ্ধ অর্থ	প্রকৃতি প্রত্যয়	প্রকৃতি+ প্রত্যয়জাত অর্থ
বাধিত	অনুগৃহীত বা কৃতজ্ঞ	বাধ+ ইত	ব্যাধাপ্রাপ্ত
তৈল	তিল জাতীয়	তিল +ষ্ণ	তিলজাত স্নেহ পদার্থ. যেকোনো শস্যের রস।

খ. দুর্বোধ্যতা: অপ্রচলিত, দুবোর্ধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্যের যোগ্যতা বিনষ্ট হয়। যেমন: অশুদ্ধ: তুমি আমার প্রপঞ্চ করেছো। (বাংলার প্রপঞ্চ শব্দটি অপ্রচলিত)

গ. উপমান ভুল প্রয়োগ: ঠিকভাবে উপমা অলঙ্কার ব্যবহার না করলে বাক্যের যোগ্যতা বিনষ্ট হয়। যেমন: অশুদ্ধ : আমার হৃদয় মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হলো (বীজ ক্ষেত্রে বপন করা হয়, মন্দিরে নয়)

ঘ. বাহুল্য দোষ: প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহারে বাহুল্য দোষ ঘটে। যেমন: অশুদ্ধ: সকল আলেমগণ আমাদের সমর্থক দেন। (আলেমগণ বহুবচন বাচক শব্দ, এর সঙ্গে 'সব শব্দটি অতিরিক্ত ব্যবহার বাহুল্য দোষ সৃষ্টি করেছে।)

ঙ. বাধাধারার শব্দ পরিবর্তন: বাগধারা ভাষাবিশেষ্যের ঐতিহ্য। এর যথেচ্ছ পরিবর্তন করলে শব্দ তার ঐতিহ্য হারায়। যেমন: **অশুদ্ধ:** বনে ক্রন্দন। যোগ্যতাহীন বাগধারা।

শুদ্ধ; অরণ্যে রোদন।

চ. গুরুচণ্ডলী দোষ: তৎসম শব্দের সাথে দেশীয় শব্দের প্রয়োগ কখনো কখনো গুরুচণ্ডলী দোষ সৃষ্টি করে। এ দোষে দুষ্ট শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। যেমন:

অশুদ্ধ: গরুর শকট (দেশি+ তৎসম)

শুদ্ধ: গরুর গাড়ি (দেশি + দেশি)

অশুদ্ধ: মড়াদাহ (দেশি+তৎসম)

শুদ্ধ: শবদাহ (তৎসম+ তৎসম)

➲ **গঠন অনুযায়ী বাক্য কতপ্রকার?**

➢ **উত্তর:-** গঠন অনুযায়ী বাক্য তিন প্রকার যথা: ক. সরল বাক্য, খ. মিশ্র বা জটিল বাক্য. গ. যৌগিক বাক্য।

➲ **বাক্য রূপান্তর কাকে বলে?**

➢ **উত্তর:** অর্থের কোনোরূপ পরিবর্তন না করে এক প্রকারের বাক্যকে অন্য প্রকার বাক্যে রূপান্তর করার নামই বাক্য পরিবর্তন বা বাক্য রূপান্তর।

❑ **সরল বাক্য:** যে বাক্য একটি মাত্র কর্ত (উদ্দেশ্য) এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন: আয়নাল (উদ্দশ্য) এখন বই লিখছে (বিধেয়)। পুকুরে পদ্মাফুল জন্মে। বিদ্বান লোক সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। আমি পড়াশোনা শেষ করে খেলতে যাব। পাখিগুলো নীল আকাশে উড়ছে। তিনি ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। বৃষ্টি হচ্ছে। তোমার বাড়ি যাও।

সরল বাক্যকে জটিল বা মিশ্র বাক্যে রূপান্তর : সরল বাক্যকে জটিল বা মিশ্র বাক্যে রূপান্তর করতে হলে নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

ক. অর্থের পরির্তন করা যাবে না।

খ. সরল বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়া ও কর্তাকে পরিবর্তন করা যাবে না। তবে একে জটিল বাক্যের প্রধান উপবাক্য হিসেবে প্রকাশ করতে হয়।

গ. প্রধান উপবাক্যকে সাপেক্ষবাচক সর্বনাম যে, সে যিনি, তিনি, যাহা- তাহা, যতক্ষণ, ততক্ষণ ইত্যাদি।

ঘ. অপ্রধান উপবাক্যকে নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয় (বটে- কিন্তু, যেই- সেই, যেমন- তেমন, যদি ইত্যাদি।

www.exambd.net

সরল বাক্য	জটিল বা মিশ্র বাক্য
অপরাধী বলে শাস্তি তুমি পাবে।	অপরাধ যখন করেছ, তখন শাস্তি তুমি পাবেই।
সত্য বললে মুক্তি পাবে	যদি সত্য বল, তাহাকে মুক্তি পাবে।
তার দর্শনমাত্রই আমরা প্রস্থান করলাম।	যে- ই তার দর্শন পেলাম, সে- ই আমরা প্রস্থান করলাম।
ভাল ছেলেরা শিক্ষকের আদেশ পালন করা।	যারা ভাল ছেলে, তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।
ভিক্ষুককে দান করে।	যে ভিক্ষা চায়, তাকে দান কর।
দুর্জন লোক পরিতাজ্য।	যেসব লোক দুর্জন, ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।
তুমি চেষ্টা না করার ব্যর্থ হয়েছ।	যেহেতু তুমি চেষ্টা করোনি, তাই ব্যর্থ হয়েছ।
তুমি চেষ্টা না করার ব্যর্থ হয়েছ।	তুমি চেষ্টা করোনি, তাই ব্যর্থ হয়েছ।

❑ সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর: সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।
ক. সরল বাক্যের কর্তা ও সমাপিকা ক্রিয়া অপরিবর্তিত থাকবে।
খ. সরল বাক্যের অসমাপিকা ক্রিয়া সম্প্রসারিত হয়ে নিরপেক্ষ উপবাক্যে পরিণত হবে।
গ. প্রধান উপবাক্যগুলোকে সংযোজক অব্যয় 'ও' আর এবং ইত্যাদি: বিয়োজক অব্যয় বা কিংবা অথভবা ইত্যাদি।

সরল বাক্য	যৌগিক বাক্য
তার বয়স বাড়লে ও বুদ্ধি বাড়েনি।	তার বয়স বেড়েছে, কিন্তু বুদ্ধি বাড়েনি।
বিপদ- দুঃখ এক সময়ে আসে।	বিপদ এবং দুঃখ এক সময়ে আসে।
লেখাপড়া করলে গাড়িঘোড়া চড়তে পারবে।	লেখাপড়া কর, তাহলে গাড়িঘোড়ায় চড়তে পারবে।
তিনি আমাকে পাঁচ টাকা দিয়ে বাড়ি যেতে বললেন।	তিনি আমাকে পাঁচটি টাকা দিলেন এবং বাড়ি যেতে বললেন।
পরীক্ষার উর্ত্তীণ হওয়ার জন্য এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত।	এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত, তবেই পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হতে পারবে।
আমি বহু কষ্টে শিক্ষা লাভ করেছি।	আমি বহু কষ্ট করেছি, তাই ব্যর্থ হয়েছে।
ভিক্ষুককে টাকা দাও।	কিছু টাকা লোক ভিক্ষা করে, ওদের টাকা দাও।

❑ **মিশ্য বা জটিল বাক্য:** যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্যের সাথে এক বা একাধিক আতিশ্রতবাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। যে- সে, যারা- তারা, যিনি- তিনি, প্রভৃতি সাপেক্ষ সর্বনাম এবং যদি- তবে, যদিও তবুও, যেহেতু- সেহেতু, যখন- তখন প্রভৃতি সাপেক্ষ যোজক দিয়ে যখন অধীন বাক্যগুলো যুক্ত থাকে, তাকে জটিল বাক্য বলে। যেমন: যদি তোমার কিছু বলার থাকে, তবে এখনই বলে ফেলো।

আশ্রিত বাক্য	প্রধান খণ্ডবাক্য
যে পরিশ্রম করে,	সেই সুখ লাভ করে।
সে যে অপরাধ করেছে,	তা মুখ দেখেই বুঝেছি।
যতই পরিশ্রম করবে	ততই ফল লাভ করবে।
যখন আমার পড়াশোনা শেষ হবে,	তখন আমি খেলতে যাব।
সে ছেলেটি এখানে এসেছিল	যে আমার ভাই।
যদি তুমি যাও,	তবে তার দেখা পাবে।
যখন বৃষ্টি নামল,	তখন আমার ছাতা খুঁজতে শুরু করলাম।

➲ **আশ্রিত খণ্ডবাক্য তিন প্রকার যথা:**
ক. বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য: যে আশ্রিত খণ্ডবাক্য প্রধান খণ্ডবাক্যের যে কোনো পদের আশ্রিত থেকে বিশেষ্যের কাজ করে, তাকে বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে। বিশেষ্য স্থানীয় খণ্ডবাক্য ক্রিয়ার কর্মরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা: আমি মাঠে গিয়ে দেখলাম, খেলা শেষ, হয়ে গিয়েছে। তিনি বাড়ি আছেন কি না, আমি জানি না।
খ. বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য: যে আশ্রিত খণ্ডবাক্য প্রধান খণ্ডবাক্যের অন্তগর্ত কোনো বিশেষ্য বা সর্বনামের দোষ,গুণ এবং অবস্থা প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে। যেমন:-যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে। তুমি আসবে বলে আমি অপেক্ষা করছি।
গ. ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য: যে আশ্রিত খণ্ডবাক্য ক্রিয়াপদের স্থান, কাল ও কারণ নির্দেশক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে।

জটিল বা মিশ্র বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর:

➲ জটিল বা মিশ্র বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

ক. বাক্যের অর্থ পরিবর্তিত থাকবে।

খ. মিশ্র বাক্যের অপ্রধান খণ্ডবাক্যটিকে সংকুচিত করে একটি পদ বা বাক্যাংশে রূপান্তরিত করতে হবে।

গ. প্রধান খণ্ডবাক্যটির কর্তা ও সমাপিকা ক্রিয়া অপরিবর্তিত থাকবে।

ঘ. মিশ্র বাক্যে যে সম্বন্ধসূচক অব্যয় অথবা সম্মানবাচক সর্বনাম পদ রয়েছে তাকে বিলুপ্ত করতে হবে।

ঙ. বাক্য সংকোচনের ক্ষেত্রে সমাস, পত্যয় অথবা ভিন্ন শব্দের সাহায্য গ্রহণ করা যাবে। প্রয়োজন হলে ন্যায়, মত, সদৃশ, ইত্যাদি তুলনাবাচক শব্দ ব্যবহার করা যাবে।

জটিল বা মিশ্র বাক্য	সরল বাক্য
যিনি পরের উপকার করেন, তাঁকে সকলেই শ্রদ্ধ করে।	পরের উপকারকারীকে সকলেই শ্রদ্ধা করে।
যেহেতু কোথাও কোনো পথ পাইনি তাই তোমার কাছে এসছি।	কোথাও পথ না পেয়ে তোমার কাছে এসছি।
যেমন কাজ করবে, তেমন ফল পাবে।	কাজ অনুযায়ী ফল পাবে।
যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে।	বুদ্ধিহীনরাই এ কথা বিশ্বাস করবে।
যতদিন জীবিত থাকব, ততদিন এ ঋণ স্বীকার করব।	আজীবন এ ঋণ স্বীকার করব।
যে সকল পশু মাংস ভোজন করে, তারা অত্যন্ত বলবান।	মাংসভোজী পশু অত্যন্ত বলবান।
যারা পরিশ্রম করে, তারা জীবনে সফল হয়।	পরিশমীরা জীবনে সফল হয়।
যখন সে সুসবাদটা পেল, তখন সে আন্দদিত হলো।	সুসংবাদটা পেয়ে সে আনন্দিত হলো।

➲ **জটিল বা মিশ্র বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর :** জটিল বা মিশ্র বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে নিম্নলিখিত নিয়ম অসুসরণ করতে হবে।

ক. প্রধান স্বনির্ভও উপবাক্যটি যেন পরিবতির্ত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

খ.এক্ষেত্রে অপ্রধান উপবাক্যকে প্রধান স্বনির্ভর উপবাক্যে পরিণত করে নিতে হবে।

গ. সংযোজক অব্যয় 'ও' আর ইত্যাদি। বিয়োজক অব্যয় বা কিংবা অথবা ইত্যাদি এবং সিদ্ধান্তমূলক অব্যয় সুতরাং ইত্যাদি যোগে স্বনির্ভর বাক্যগুলোকে সংযুক্ত করে নিতে হবে।

জটিল বা মিশ্র বাক্য	যৌগিক বাক্য
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।	তোর ডাক শুনে কেউ না আসতে পারে, একলা চলতে হবে।
যদিও ছোট, তবু রসে ভরা।	ছোট কিন্তু রসে ভরা।
যে সত্য কথা বলে, তাকে সকলে বিশ্বাস করে।	সত্যবাদী বলেই তাকে সকলে বিশ্বাস করে।
যদি সে কাল আসে, তা হলে আমি যাব।	সে কাল আসবে এবং আমি যাব।
যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।	বিপদ এবং দুঃখ এক সময়ে আসে।
যদিও তাঁর টাকা আছে, তথাপি তিনি দান করেন না।	তাঁর টাকা আছে, কিন্তু তিনি দান করেন না।
যদি নিয়মিত সাঁতার কাটো, তবে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।	নিয়মিত সাঁতার কাটো, স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

➲ **যৌগিক বাক্য:** পরস্পর নিরপেক্ষ দু ইবা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে, তাকে যৌগিক বাক্য বলে।

➲ **যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর :** যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্য রূপান্তর করতে হলে নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

ক.বাক্যসমূহের একটি সমাপিকা ক্রিয়াকে অপরিবর্তিত রাখতে হয়।

খ. অন্যান্য সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করতে হয়।

গ. অব্যয় পদ থাকলে তা বর্জন করতে হয়।

ঘ. প্রধান খণ্ডবাক্যকে রেখে অন্য খণ্ডবাক্যকে সংকুচিত করতে হবে।

যৌগিক বাক্য	সরল বাক্য
সুনাম পেতে চাও, নামের প্রতি লোভ ছাড়।	সুনাম পেতে চাইলে নামের প্রতি লোভ ছাড়া।
আমি অত্যন্ত দুর্বল, তাই কোন কাজ করতে পারছি না।	অত্যন্ত দুর্বলতাহেতু আমি কোন কাজ করতে পারছি না।
তুমি অধমম, তাই বলে আমি উত্তম হবো না কেন?	তুমি অধম বলে আমি উত্তম হবো না কেন?
সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।	সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।

তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি।	তার বয়স হলে ও বুদ্ধি হয়নি।
মেঘ গর্জন করে, তবে ময়ূর নৃত্য করে।	মেঘ গর্জন করলে মায়ূর খুলে বললো।
সে এখানে এলো এবং সব কথা খুলে বললো।	সে এখানে এসে সব কথা খুলে বললো।
লোকটি অশিক্ষিত, কিন্তু অভদ্র নয়।	লোকটি অশিক্ষিত হলে ও অভদ্র নয়।

➢ যৌগিক বাক্যকে জটিল বা মিশ্র বাক্যে রূপান্তর: যৌগিক বাক্যকে জটিল বা মিশ্র বাক্যে রূপান্তর করতে হলে নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

ক. বাক্যের অর্থ অপরিবর্তিত থাকবে।

খ. প্রধান খণ্ডবাক্যগুলোর মধ্যে একটি ছাড়া অন্যগুলোকে অপ্রধান খণ্ডবাক্য পরিণত করতে হবে।

গ. নিরপেক্ষ বাক্য দুটির প্রথমটি আগে যদি/ যদিও এবং দ্বিতীয়টির আগে তাহলে/তথাপিও বা তবুও ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।

ঘ.নিরপেক্ষসূচক অব্যয়ের পরিবর্তন প্রয়োজনে সাপেক্ষসূচক অব্যয় ব্যবহার করা যাবে।

যৌগিক বাক্য	জটিল বা মিশ্র বাক্য
আমার রক্ত দিন, আমি আপনাদের স্বাধীনতা এনে দেব।	যদি আমাকে রক্ত দেন তবে আমি আপনাদের স্বাধীনতা এনে দেব।
স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগী।	স্বামী বিবেকানন্দ যিনি ছিলেন জ্ঞানযাগী, তিনিই ছিলেন কর্মযোগী।
মেঘ গর্জন করে, তবে ময়ূর নৃত্য করে।	যখন মেঘ গর্জন করে, তখন ময়ূর নৃত্য করে।
দোষ স্বীকার কর, তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না।	যদি দোষ স্বীকার কর, তাহলে তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না।
তিনি অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।	যদিও তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, তথাপি তাঁর অন্তৎকরণ অতিশয় উচ্চ।
এ গ্রামে একটি দরগাহ আছে, সেটি পাঠানযুগে নির্মিত হয়েছে।	এ গ্রামে যে দরগাহ আছে, সেটি পাঠানযুগে নির্মিত হয়েছে।
ছেলেটির বয়স অল্প, কিন্তু বেশ বুদ্ধিমান।	যদিও ছেলেটির বয়স অল্প: তবু বেশ বুদ্ধিমান।
দোষ করেছ, অতএব শাস্তি পাবে।	যেহেতু দোষ করেছ, সেহেতু শাস্তি পাবে।

➲ বাক্যের বর্গ কাকে বলে?

➢ **উত্তর:** বাক্যের মধ্যে একাধিক শব্দ দিয়ে গঠিত বাক্যাংশকে বর্গ বলে। বর্গ হলো ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত শব্দের গুচ্ছ। বর্গকে বলা হয় বাক্যের একক, কেননা মানুষ কথা বলতে গিয়ে শব্দের পরে শব্দ না বসিয়ে প্রায়ই বর্গের পরে বর্গ বসায়। যেমন: মালা ও মায়া খুব সকালে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা স্কুল বাসে উঠে পড়ল।

➢ কোনো একটি বর্গ বাক্যের মধ্যে যে পদের মতো আচরণ করে, সেই পদের নাম অনুযায়ী বর্গের নাম হয়। নিচে বিভিন্ন ধরনের বর্গের পরিচয় দেয়া হলো:

১. **বিশেষ্যবর্গ:** বিশেষ্যের আগে এক বা একাধিক বিশেষণ বা সম্বন্ধপদ যুক্ত হয়ে বিশেষ্য বর্গ তৈরি হয়। যেমন: অসুস্থ ছেলেটি আজ স্কুলে আসেনি। আমার ভাই পড়তে বসেছে। আবার, যোজক দ্বারা দুইটি বিশেষ্য যুক্ত হয়ে বিশেষ্যবর্গ তৈরি হয়। যেমন: রহিম ও করিম বৃষ্টিতে ভিজছে।

২. **বিশেষণবর্গ:** বিশেণজাতীয় শব্দের গুচ্ছকে বলা হয় বিশেষণবর্গ। যেমন: আমটা দেখতে ভারী সুন্দর। ভদ্রলোক সত্যিকারের নির্লোভ। পোকায় খাওয়া কাঠ দিে আসবাব বানানো ঠিক নয়।

৩. **ক্রিয়াবিশেষণ- বর্গ:** যে শব্দগুচ্ছ ক্রিয়াবিশেষণ হিসেবে কাজ করে, তাকে ক্রিয়াবিশেষণ বর্গ বলে। যেমন: সকাল আটটায় সময়ে সে রওনা হলো। তারপর আমরা দশ নম্বর প্লাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমি সকাল থেকে বসে আছি। বেঁচে থাকার মতো সামন্য কয়টা টাকা বেতন পাই। সে খেয়ে আর ঘুমিয়ে কাটাচ্ছে।

৪. **ক্রিয়াবর্গ:** বাক্যের বিধেয় অংশের ক্রিয়া প্রায় ক্ষেত্রেই ক্রিয়াবর্গ তৈরি করে। যেমন: অস্ত্রসহ সৈন্যদল এগিয়ে চলেছে। সে লিখছে আর হাসছে। সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর বসে পড়লো। বাচ্চাটা অনেকক্ষণ ধরে চিৎকার করছে।

***নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ(MCQ) দেওয়া হলো:

১. **'একটু আগে যিনি এখানে এসেছিলেন তিনি আমর আত্মীয় নন'- [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৯ (১ম পর্যায়)]**
ক)যৌগিক খ) সরল
গ) খণ্ড ঘ)জটিল **উত্তর:-ঘ**

২. **কোনটি যৌগিক বাক্য? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৯ (৩য় ধাপ)]**
ক)তুমি আমার বাড়িতে আসলে আমি খুশি হব
খ)তুমি আমার বাড়িতে এস, আমি খুশি হব
গ) তুমি যদি আমার বাড়িতে আস আমি খুশি হব
ঘ) তুমি আমার বাড়িতে না আসলে আমি অখুশি হব
উত্তর:-খ

www.exambd.net

৩. বাক্যে একের পর অন্য পদ শোনার ইচ্ছাকে কী বলে? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৯ (৩য় ধাপ)]
ক)আকাঙ্ক্ষা খ)দৃঢ়তা
গ)আসত্তি ঘ) যোগ্যতা উত্তর:-ক

৪. 'বুঝে শুনে উত্তর দাও নতুবা ভুল হবে'। বাক্যটি কেন শ্রেণির-[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৯ (৩য় ধাপ)]
ক)জটিল খ) মিশ্র
গ) যৌগিক ঘ) সরল উত্তর:-গ

৫. সকল শিক্ষকগণ আজ উপস্থিত- বাক্যটি কোন দোষে দুষ্ট? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৯ (৩য় ধাপ)]
ক) গুরুচণ্ডালী দোষ খ) বিদেশি শব্দ দোষ
গ) দুর্বোধ্যতা দোষ ঘ) বাহুল্য দোষ উত্তর:-ঘ

৬. 'আমি যাব তবে কাল যাব'- এটি কী ধরনের বাক্য? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৯ (৩য় ধাপ)]
ক)যৌগিক বাক্য খ) জটিল বাক্য
গ) মিশ্য বাক্য ঘ) সরল বাক্য উত্তর:-ক

৭. 'লোকটি যদিও ধনী, তবুও সে কৃপণ' কোন ধরনের বাক্য? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৯ (৩য় ধাপ)]
ক)খণ্ড খ)যৌগিক
গ) সরল ঘ)জটিল উত্তর:-ঘ

৮. 'তিনি অনেকদিন ধরে বহু কষ্ট করে সাঁতার শিখেছেন' কোন ধরনের বাক্য? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৯ (৩য় ধাপ)]
ক)সরল খ)খণ্ড
গ) জটিল ঘ)যৌগিক উত্তর:-ক

৯. তার বয়স বেড়েছে, কিন্তু বুদ্ধি বাড়েনি।- কোন ধরনের বাক্য? [প্রাক- প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৫(১৭ জেলা)]
ক)যৌগিক খ) মিশ্র
গ)সরল ঘ)জটিল উত্তর:-ক

*** বিসিএস ও অন্যান্য পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর***

- ভাষার মূল উপকরণ- বাক্য ।
- বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক - শব্দ। [১৮ তম বিসিএস]
- বাক্যের বাহন- শব্দ। [সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-১২]
- বাক্যের মৌলিক উপাদান- শব্দ। [উপজেলা/ থানা শিক্ষা অফিসার-০৪]
- একটি আদর্শ বাক্যে গুণ থাকা আবশ্যক- ৩টি। [গণযোগ অধিদপ্তরের সহ- তথ্য অফিসার-১৩]
- বাক্যের তিনটি গুণ- আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা। [২৯ তম বিসিএস]
- প্রতিটি বাক্যে প্রধানত- ২ টি অংশ থাকে।
- তুমি আসবে বলে, আমি অপেক্ষা করছি। কোন ধরনের বাক্য?- জটিল বাক্য।
- মা ছিল না বরে কেউ তার মূল বেঁধে দেয়নি। এটি একটি?- সরল বাক্য। [৩২ তম বিসিএস]
- শিক্ষিত লোকেরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান। এটি কোন ধরনের বাক্য?- সরল বাক্য।
- সত্যি সেলুকাস, এ দেশ বড় বিছিত্র। কোন বাক্য?- জটিল বাক্য।
- বিপদ এবং দুঃখ একই সঙ্গে আসে। কোন ধরনের বাক্য?- যৌগিক বাক্য।
- যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। কোন ধরনের বাক্য?- জটিল বাক্য। [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৯]
- আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা এ তিনটি গুণ- বাক্যের। [সহকারী উপজেলা/ থানা শিক্ষা অফিসার-০৯]
- বাক্যে এক পদের পর অন্যপদ শোনার ইচ্ছাকে বলে- আকাঙ্ক্ষা।
- গঠন অনুসারে বাক্য- তিন প্রকার। [প্রাক- প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-১৪]
- তিনি সৎ, কিন্তু কৃপণ। কোন ধরনের বাক্য?- যৌগিক বাক্য।
- লোকটি ধনী, কিন্তু কৃপণ। কোন ধরনের বাক্য?- যৌগিক। [সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা-১৬]
- সত্য কথা বলিনি তাই বিপদে পড়েছি - যৌগিক বাক্য।
- জ্ঞানী লোক সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। এটি কোন ধরনের বাক্য?- সরল বাক্য। [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক-০৯]
- হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন একজন আদর্শ মানব বাক্যটি? -সরল বাক্য। [১৭ তম বিসিএস]
- সুশিক্ষিত লোক মানেই স্বশিক্ষিত। এটি কোন ধরনের বাক্য? সরল বাক্য।